পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 216 Tuesday, 7 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২১৬ সংখ্যা ✱ ২২ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৭ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

হাউজ অ্যারেস্টের অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে সরল পুলিশ। রবিবার হঠাৎ কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রীর বাড়ির সামনে পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়। এরপরই মমতা ফেসবুকে লাইভ করে অভিযোগ করেন, তাঁকে বারুইপুরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁকে হাউজ অ্যারেস্ট বা নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। তবে, মধ্যরাতেই বদলে যায় কালীঘাটের ছবি। বারুইপুরে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। গতকাল দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুরে। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় এক অভিযুক্তের। দোষীদের শাস্তির দাবিতে চলে দিনভর বিক্ষোভ। মৃত নাবালিকার বাবার সঙ্গে কথাও বলেন শুভেন্দু অধিকারী। সুবিচারের আশ্বাসও দেন। এদিকে, রবিবার সন্ধের পর থেকে হঠাৎ করে কালীঘাটে পুলিশি তৎপরতা বাড়তে শুরু করে। মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আনে তৃণমূলের আইটি সেল। একে একে বাড়িতে পৌঁছতে শুরু করেন 'কালীঘাট' তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। তাঁরা অভিযোগ তোলেন, বারুইপুরে যেতে দেওয়া হবে না বলেই পুলিশ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করেন মমতা। দাবি করেন, বারুইপুরে নাবালিকার পরিবারের কাছে একাই যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু, তাঁর অভিযোগ নজরবন্দি রাখা হয়েছে তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে রুটমার্চ হচ্ছে। প্রায় এক হাজার পুলিশ, সিআরপিএফ, আইবি, সিআইডি সবাই মিলে জমায়েত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে যায় কালীঘাটের ছবি। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মমতার বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় পুলিশবাহিনী। কিন্তু সোমবার সকালেও কালীঘাটে সেভাবে কোনও পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখা যায়নি। তবে, সকাল ৯টার পর থেকেই ধীরে ধীরে পুলিশ কর্মীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। সেইসঙ্গে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। মমতার বাড়ির ঢোকার রাস্তার সামনেই দেখা গেল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বারুইপুরে যাতে আর কোনও অশান্তি না হয়, তার জন্যই এই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়বে হয়। উল্লেখ্য, বারুইপুরের ঘটনায় মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৬ সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে।

বঙ্গে ফের ভোটের দামামা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ রাজ্যে ফের বাজল ভোটের দামামা। উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল দিল্লির নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শূন্য রাজ্যসভা আসনে আগামী ২৪ জুলাই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক-এর পদত্যাগের ফলে আসনগুলি শূন্য হয়েছে। সেই তিনটি আসনেই এই উপনির্বাচন হবে ২৪ জুলাই। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৭ জুলাই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ১৪ জুলাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন, ১৫ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই এবং ১৭ জুলাই প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন। ভোটগ্রহণ হবে ২৪ জুলাই সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। সে দিনই বিকেল ৫টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হারের পরে সেই দলের নেতা-নেত্রী, ভোটে জেতা সাংসদ, বিধায়কদের বড় অংশ বেসুরো। প্রতিদিনই কেউ না কেউ শিবির বদলাচ্ছেন, দল বদলাচ্ছেন। কেউ সাংগঠনিক পদ ছাড়ছেন, কেউ কাউন্সিলার কিংবা মেয়র পদ ছাড়ছেন। দিল্লিতে তৃণমূলকে প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে ইকো পার্কে ১২৫ ফুট মূর্তির শিলান্যাস অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্যে প্রথম মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে 'ভারত কেশরী' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। এবছর আবার তাঁর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী। ফলে জাঁকজমক কিছুটা বেশি। প্রথমবার মহাকরণে পালন করা হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সরকারি ছুটি থাকলেও সোমবার কর্মীরা সেখানে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। বাংলার ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা যে এতদিন আড়াল হয়ে ছিল, তা সামনে আনতে এমন পবিত্র দিনে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তারই একটি ইকো পার্কে ১২৫ ফুট দীর্ঘ শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির শিলান্যাস ও ফলক উন্মোচন। সোমবার কলকাতায় এসে বিকেলে সেই শিলান্যাস করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ প্রশাসন ও শাসকদলের অনেকেই। এদিন বিকেলে দমদম বিমানবন্দর নেমেই শাহ সরাসরি চলে যান ইকো পার্কে। এদিন শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতায় ঝটিকা সফরে তাঁর আসা। স্বাগত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অন্যান্য প্রবীণ নেতারাও। প্রথম কর্মসূচিতে অমিত শাহ দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভবনে যান। সেখানে তিনি মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানান। বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ''ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার গর্ব এবং ভারতের এক অমর সন্তান। তাঁর আদর্শ আজও আমাদের পথ দেখায়।'' এরপর তিনি নিউ টাউনের ইকো পার্কে চলে যান। সেখানে ১২৫ ফুট উঁচু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপূজন করেন। এই মূর্তি নির্মাণ প্রকল্পটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, ''এই মূর্তি শুধু পাথরের নয়, আদর্শের প্রতীক হয়ে থাকবে। বাংলার যুবসমাজ এই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অনুপ্রাণিত হবে।'' সন্ধ্যায় মিলন মেলা প্রাঙ্গণে (বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ) সংস্কৃতি মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মূল স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন অমিত শাহ। বিশাল

● এরপর ৬ পাতায়...

বারুইপুরের ঘটনায় ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ বারুইপুরে নাবালিকা মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ সরকারের। পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হওয়ার পর রবিবারই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার ওই ঘটনায় কড়া বার্তা দিলেন তিনি। 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট' দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে রবিবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেভাবে বিক্ষোভ চলেছে, যেভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তা নিয়েও সরকার কড়া ব্যবস্থা নেবে বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু। এক নাবালিকাকে খুনের অভিযোগে রবিবার উত্তপ্ত হয়েও ওঠে বারুইপুর। দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে। পরপর পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ফোন যাওয়ার পর বিক্ষোভ উঠে যায়। রাতেই হয় ময়নাতদন্ত। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ''জঘন্যতম ঘটনা। ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আইজি-র নেতৃত্বে এসটিএফ কাজ করছে। পরিবার যা চেয়েছে, তা করার ব্যবস্থা করছে সরকার। 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট' দেওয়া হবে।'' তবে যেভাবে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ, তা নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে বার্তা দেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''সম্ভবত, মব লিঞ্চিং-এর পিছনে একটা কমিউনাল অ্যাঙ্গেল আছে। রেললাইন যেভাবে উপড়ে দেওয়া হয়েছে,

মব লিঞ্চিং-এ কোনও ছাড় নয়, কড়া হুঁশিয়ারি

● এরপর ৬ পাতায়...

'শ্যামাপ্রসাদের আদর্শেই চলবে রাজ্য সরকার'

বাম-তৃণমূল জমানার 'বঞ্চনা' মুছতে অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রণবানন্দের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়ে তাঁদেরই বিচারধারার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনের অনুষ্ঠান থেকে এই অঙ্গীকারই করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, ৩৪ বছরের বাম আমল এবং ১৫ বছরের তৃণমূল জমানায় এই মহামানবের যে আত্মত্যাগ ও অবদানকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, তা পুনরায় ফিরিয়ে এনে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শ্যামাপ্রসাদের এই ১২৫তম জন্মবর্ষকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে সোমবার বিকেল ৩টের সময় একযোগে রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং পুরসভাগুলিতে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। তবে মূল আয়োজনটি ছিল কলকাতায়। নিউটাউনের ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকায় শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তির 'ভূমিপূজন' করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। এর পর মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একক দূরদর্শিতা ও লড়াইয়ের ফলেই এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যা বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জানা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ

● এরপর ৬ পাতায়...

বারুইপুরকাণ্ডে বিচার চেয়ে মোমবাতি মিছিল মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ 'তোমার সুর আমার সুর, জাস্টিস ফর বারুইপুর।' বারুইপুরের সূর্যপুরের নাবালিকাকে নৃশংস নির্যাতন ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে এবার সরাসরি রাস্তায় নামলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে কালীঘাটে নিজের বাসভবনের সামনে থেকেই হাতে মোমবাতি নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেন তিনি। তবে মিছিল শুরু হতেই তৈরি হয় তুমুল উত্তেজনা। বাড়ি থেকে বেরোতেই গলির মুখে তৃণমূল নেত্রীর মিছিল আটকে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৈরি করা হয় ব্যারিকেড। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আটকে রাখা যায়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধা টপকে, ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মূল রাস্তায় পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মিছিলে নামার ঠিক আগেই এক্স হ্যান্ডেলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ শানায় তৃণমূল। বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে নিশানা করে তৃণমূল লেখে, 'মিস্টার শুভেন্দু অধিকারী, আপনি এক চরম ভণ্ড! ঠিক যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লাগাতার অত্যাচার চলা সত্ত্বেও মণিপুরে যাওয়ার সময় পাননি, তেমনই

● এরপর ৬ পাতায়...

'কেন মমতাকে হাউজ অ্যারেস্ট করা হবে না? রাজনীতি করতে বারুইপুরে যেতে চাইছেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ রাজ্যে সুপার এমারজেন্সি চলছে। মমতাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। এমনই সব অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে মমতা-পন্থী তৃণমূল। এবার এই ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। প্রশ্ন তুললেন, মমতাকে কেন হাউজ অ্যারেস্ট করা হবে না? একইসঙ্গে তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ১৫ বছরে তৃণমূল জমানায় মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগকে ফের তুলে এনেছেন অগ্নিমিত্রা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, ''গত ১৫ বছরে প্রতিদিন প্রতি মিনিটে যখন মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছিল, তখন উনি উন্নাওতে ওঁর টিম পাঠিয়েছিলেন। উনি মণিপুরে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের বাংলার গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাননি। লোক পাঠানো তো দূরের কথা, ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি করতে বারুইপুরে যেতে চাইছেন। এমনই অভিযোগ তুলেছেন অগ্নিমিত্রা। কড়া ভাষায় বলেন, ''আজ আপনি যাবেন ওখানে রাজনীতি করতে? আর আমরা সেটার অনুমতি দেব? আপনি সেখানে গিয়ে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন? যেমন গত ১৫ বছর করেছেন? বিভাজনের রাজনীতি করেছেন। সেদিনও আপনি যাননি, আজও আপনি যাবেন না। সেদিনও আমরা গিয়েছিলাম, আজও আমরা যাব।'' বারুইপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দ করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, মৃত নাবালিকার পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ডেকেছেন। তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এটাই, যে কোনও মহিলার উপর যদি আক্রমণ হয়, অত্যাচার হয় এইভাবে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়, তাকে ছাড়া হবে না।'' উল্লেখ্য, বারুইপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও রকম উত্তেজনা বা বেআইনি জমায়েত না হয়, সেই লক্ষ্যে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করেছে। মোট তিনটি থানা এলাকায় এই ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর এবং সোনারপুর থানা এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ১৬৩ ধারা অনুযায়ী, তিন থানা এলাকায় পাঁচ বা তার বেশি জমায়েত করা যাবে না।

মঙ্গল থেকে তুমুল বৃষ্টি বাংলায়, জায়গায়-জায়গায় জারি সতর্কতা, এই-এই জেলাগুলি ভেসে যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ কখনও দক্ষিণবঙ্গ, কখনও উত্তরবঙ্গ। যেন বিরতি দিয়ে-দিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে সব জেলায়। নিম্নচাপের জেরে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের আকাশের অবস্থা খারাপ। বিগত কয়েকদিন ধরেই কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। আপাতত তা থেকে মুক্তি নেই দক্ষিণবঙ্গের। এর মধ্যে আবার সাময়িক বিরতি কাটিয়ে ফের বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ। শুধু ভিজবে বলা ভুল, এবার সেখানে অতি-ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, এই মুহূর্তে ঝাড়খণ্ডে গভীর রয়েছে নিম্নচাপ। সেই কারণে আরও বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ দক্ষিণের ৬ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূমে। একই সঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে পূর্ব, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে কলকাতা-সহ বাকি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কমবে। ফের বাড়বে ভ্যাপসা গরমের দাপট। অন্যদিকে, দুর্যোগের আশঙ্কা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। নিম্নচাপ স্থলভাগে ঢুকে যেতেই উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি। বুধবার উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি। চরম ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে

● এরপর ৬ পাতায়...

পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড পাক জঙ্গি নেতা হাফিজ সইদ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ জুলাইঃ পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সোমবার অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। জম্মুতে এনআইয়ের বিশেষ আদালতে পেশ করা অতিরিক্ত চার্জশিটে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা পাকিস্তানের জঙ্গি নেতা তথা লস্কর-ই তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদের নাম মাস্টারমাইন্ড হিসেবে যুক্ত করেছে। এর আগেও একাধিক সংঘঠিত অপরাধে এই পাক জঙ্গি নেতার যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রতিবারই পাকিস্তান ভারতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নয়া দিল্লির বিরুদ্ধে পাকবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে আসছে। পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে গত বছর

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রাণ গেল ১০ জনের, লাগাতার বৃষ্টি শুরু হতেই ধস এক্সপ্রেসওয়েতে

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৬ জুলাইঃ এতদিন অপেক্ষা করেছিল সবাই বৃষ্টির জন্য। আর এখন বৃষ্টি আসতেই বিপর্যস্ত হয়ে গেল জনজীবন। বর্ষার রুদ্ররূপে তছনছ মুম্বই। বৃষ্টি ও সেই সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। লোহাগড় দুর্গের কাছে নেমেছে ধস। এর জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে পুণে-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে ও পুরনো হাইওয়ে। এরফলে মুম্বই ও পুণের মধ্যে সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাতিল হয়ে গিয়েছে একাধিক ট্রেনও। মুম্বই সহ মহারাষ্ট্রের জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। লাগাতার বৃষ্টির জেরে একাধিক জায়গা

● এরপর ৬ পাতায়...

বারুইপুর-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সহ গ্রেফতার তিন, ঘটনাস্থলে তৃণমূল ও সিপিএমের প্রতিনিধি দল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ৬ জুলাইঃ বারুইপুরের সূর্যপুরে এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করলো স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। সোমবার দুপুরে বারুইপুর কাছাড়ি বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আনন্দ সর্দার নামে একজনকে। সে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। সেইমতো তল্লাশি চালিয়ে আনন্দকে পাকড়াও করতে এসটিএফের সাহায্য নেওয়া হয়। এনিয়ে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন জন। এছাড়া আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে বারুইপুর বাজার থেকে আনন্দ সর্দার নামে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাকেই মূল অভিযুক্ত বলে তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন। ধৃতদের মধ্যে দু'জনকে সোমবারই আদালতে হাজির করানো হয়। ঘটনার নেপথ্যে থাকা বৃহত্তর চক্র এবং অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানতে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানায় পুলিশ, যা মঞ্জুর করে আদালত। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত এই তৃতীয় ব্যক্তিকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে। আনন্দকে জেরা করে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা যুক্ত, তা জানতে মরিয়া তদন্তকারীরা। বারুইপুরের সূর্যপুরে অশান্তির সূত্রপাত রবিবার সকাল থেকে। পুকুর থেকে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সূর্যপুর হাট এলাকা। নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ করেন, চলে রেল অবরোধও। ঘটনার খবর কানে পৌঁছতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কথা বলেন নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে। দ্রুত বিচারের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর নির্দেশে বিকেলের মধ্যেই ৬ সদস্যের সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। সিটের নেতৃত্বে বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত এসপি পিনাকী দত্ত। আর তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে রবিবার রাতেই ময়নাতদন্ত হয় ওই নাবালিকার। সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের ইঙ্গিত মিলেছে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, নাবালিকার উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠে আসছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে। বারুইপুরের ঘটনায়, প্রাথমিক যে রিপোর্ট সামনে এসেছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে, নাবালিকার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, মাথায় রয়েছে গভীর ক্ষত। গলায় ও ঘাড়েও রয়েছে একাধিক ক্ষত। শরীরের বিভিন্ন অংশে মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। যৌনাঙ্গে একাধিক ক্ষত মিলেছে বলেও সূত্রের খবর। এছাড়া রিপোর্ট বলছে, নাবালিকার ফুসফুসে ঢুকেছিল জল। যৌনাঙ্গের ক্ষত আর অন্যান্য চিহ্ন থেকে অত্যাচার ও ধর্ষণের ইঙ্গিত মিলেছে। আর একটা বড় বিষয় হল, ফুসফুসে জল পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাউকে মৃত অবস্থায় জলে ফেলা হলে, তাঁর শরীরে জল প্রবেশ করা সম্ভব নয়। জীবিত অবস্থায় ডলে

● এরপর ৬ পাতায়...

জন্মবার্ষিকীতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুলাই ঃ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষের ঐক্য, অখণ্ডতা ও গৌরবের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগ প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। ভারত কেশরীকে জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স পোস্টে লিখেছেন, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ-নির্মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাঁর জীবন ছিল পাণ্ডিত্য, সাহস এবং দেশসেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় ভাস্বর। তিনি ভারতের ঐক্য, মর্যাদা ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ডঃ মুখার্জির অবদান ছিল বহুমুখী। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ, যিনি উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যমুখী শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। শিল্পমন্ত্রী হিসেবে তিনি শিল্পক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী খাত ও জীবিকার বিকাশের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর মানবিক উদ্যোগগুলি বিপন্ন মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সহমর্মিতারই পরিচয় দেয়। সর্বোপরি, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা এখনও আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক চিরস্থায়ী উৎস হয়ে রয়েছে। 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে আমরা যখন এগিয়ে চলেছি, তখন তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারা আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে।

দালাই লামাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ তিব্বতি আধ্যাত্মিক গুরু দালাই লামাকে সোমবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি দালাই লামার শান্তি, সম্প্রীতি ও বৈশ্বিক কল্যাণের বার্তার উচ্চ প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রীর তাঁর উত্তম স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, তাঁর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব বিশ্বজুড়ে মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উস হয়ে রয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরম পূজনীয় দালাই লামাকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শান্তি ও সম্প্রীতির তাঁর বার্তা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বৈশ্বিক কল্যাণের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

নিহত নাবালিকার বাড়িতে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৬ জুলাই ঃ বারুইপুরে নির্যাতিতা ও নিহত নাবালিকার বাড়িতে গেল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সোমবার দুপুরে ওই নাবালিকার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে যায় তৃণমূলের বিশেষ প্রতিনিধি দল। সেই দলে রয়েছেন দোলা সেন, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকে। পুরো ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হচ্ছে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পঞ্জাব কংগ্রেসে কোনও অসন্তোষ নেই, দলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিই স্বাভাবিকঃজয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুলাই ঃ পঞ্জাব কংগ্রেসে বিধানসভা নির্বাচন কমিটির তালিকা নিয়ে অসন্তোষ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের জল্পনা উড়িয়ে দিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ। তাঁর দাবি, কংগ্রেস একটি গণতান্ত্রিক দল, যেখানে নেতা-কর্মীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। দলের মধ্যে কোনও ধরনের অসন্তোষ নেই।রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয়রাম রমেশ বলেন, কংগ্রেসে বহু অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী নেতা রয়েছেন। তাঁদের সমর্থকেরা উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। সেই উৎসাহকেই অনেক সময় সংবাদমাধ্যমে মতবিরোধ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে দলে কোনও গুরুতর সংকট রয়েছে। কংগ্রেসে মত প্রকাশের স্বাধীনতাই দলের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচয়।তিনি বলেন, পঞ্জাবে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার করবে। রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চান এবং কংগ্রেসই সেই বিকল্প হিসেবে উঠে আসবে।লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) এবং সম্ভাব্য সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে জয়রাম রমেশ বলেন, গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী যে কোনও প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে কংগ্রেস। তাঁর অভিযোগ, সংসদে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্র।কর্নাটকের এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির একটি অঙ্গের মতো কাজ করছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরোধিতা নয়, তবে যেভাবে তা করা হচ্ছে, তা নিয়ে কংগ্রেসের গুরুতর আপত্তি রয়েছে। কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে দল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলেও জানান তিনি।অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রণামী চুরির অভিযোগের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের কোনও বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন জয়রাম রমেশ। পাশাপাশি, এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।এছাড়া, 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে সংসদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সাংসদ কে. সি. বেণুগোপালের বিশেষাধিকার লঙ্ঘনের নোটিসের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বিষয়ে এখন লোকসভার স্পিকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

মহর্ষি নারদের সততা, প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রধর্ম থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত এখনকার সাংবাদিকদেরঃরাজ্যপাল আর. এন. রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচার বিভাগ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র (দক্ষিণবঙ্গ)-র উদ্যোগে রবিবার আয়োজিত 'নারদ সম্মান-২০২৬' অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতার ভূমিকা, রাষ্ট্রধর্ম, সততা এবং দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর. এন. রবি। এই উপলক্ষ্যে এদিন ১৭ জন সাংবাদিককে তাঁদের সাহসী, জাতীয়তাবাদী এবং মূল্যবোধ-ভিত্তিক সাংবাদিকতার জন্য 'নারদ সম্মান-২০২৬'-এ সম্মানিত করা হয়।এদিন রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে জানান, মহর্ষি নারদকে বিশ্বের প্রথম সংবাদদাতা মনে করা হয়। তিনি বলেন, মহর্ষি নারদ কেবল সংবাদের বাহক ছিলেন না, বরং সত্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং জনকল্যাণের ওপর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংবাদের প্রতীক ছিলেন। আজকের সাংবাদিকদের জন্য তাঁর জীবন অনুপ্রেরণার উৎস। কারণ তিনি সর্বদা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঠিক সময়ে সমাজের সামনে সত্য তুলে ধরতেন। রাজ্যপাল বলেন, সাংবাদিকতা কেবল ঘটনা উপস্থাপিত করার মাধ্যম নয়, বরং এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে। তিনি বলেন, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার অর্থ কেবল নির্ভীকভাবে কথা বলা নয়, বরং সত্যকে পূর্ণ বিচক্ষণতা, সংবেদনশীলতা এবং জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে উপস্থাপন করা। সাংবাদিকদের এটা বোঝা উচিত, কোন তথ্যটি কোন সময়ে, কোন প্রসঙ্গে এবং কীভাবে সমাজের সামনে উপস্থাপন করা উচিত। যাতে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের স্বার্থও সুরক্ষিত থাকে। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকতার একমাত্র পরিচয় শুধুমাত্র সাহস হতে পারে না। যদি সাংবাদিকতায় বিবেক, নৈতিকতা, সত্যের প্রতি অঙ্গীকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থেকে যাবে। সাংবাদিকদের তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে এমন সাংবাদিকতা করা উচিত যা সমাজে বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তোলে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে ভারতের বৈশ্বিক অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের আগে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো না, কিন্তু আজ বিশ্বের বড় বড় সিদ্ধান্ত এবং বৈশ্বিক ইস্যুগুলোতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছে। জাতীয় নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে পাকিস্তানের মতো দেশগুলি ভারতকে ক্রমাগত চোখ রাঙাতো, কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পুলওয়ামা জঙ্গি হামলার পর ভারত বালাকোটে পাল্টা পদক্ষেপ নিয়ে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দেশ নিজের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। তিনি বলেন, আজ ভারতের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা আগের তুলনায় অনেক শক্তিশালী হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, ভারতে দারিদ্র্যের সূচক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। করোনা মহামারীর কঠিন সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক সংকট, বিশেষ করে ইরান-আমেরিকা উত্তেজনার মতো বিষয়গুলির উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত প্রতিটি চ্যালেঞ্জ ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্বের মাধ্যমে মোকাবিলা করেছে। এটাই শক্তিশালী নেতৃত্বের পরিচয় এবং এই কারণেই দেশ প্রতিনিয়ত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরাও সাংবাদিকতায় নৈতিক মূল্যবোধ, সততা এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। রাজ্যপাল বলেন, পরিবর্তনশীল সময়ে সাংবাদিকতা কেবল তথ্য প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজের দায়িত্বগুলিও পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুক।

মুম্বইয়ে প্রবল বৃষ্টি বাতিল ১৭টি বিমান

মুম্বই, ৬ জুলাই ঃ মুম্বইয়ে একটানা বৃষ্টিতে প্রভাব পড়লো বিমান চলাচলে। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (সিএসএমআইএ) ৬ জুলাই রাত ১২টা থেকে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ১৭টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। ২১৭টি উড়ান দেরিতে চলাচল করেছে।

নতুন যুদ্ধজাহাজ থেকে কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা উত্তর কোরিয়ার

সিউল , ৬ জুলাই ঃ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন দেশের নতুন ৫,০০০ টন ওজনের এবং ১৪০ মিটার দীর্ঘ বহুমাত্রিক নৌ-যুদ্ধজাহাজ 'কাং কোন' থেকে কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র-সহ একাধিক আধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক উক্ষেপণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি আগামী দু'মাসের মধ্যেই যুদ্ধজাহাজটিকে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ১০,০০০ টন শ্রেণির আরও উন্নত কৌশলগত যুদ্ধজাহাজ দ্রুত নির্মাণ ও উদ্বোধনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।গত রবিবার জানা গেছে , গত শুক্রবারের পরীক্ষায় কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, নৌ-কামান, স্বয়ংক্রিয় বন্দুক এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ব্যবস্থার সফল পরীক্ষা করা হয়। উত্তর কোরিয়ার দাবি, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ জাহাজটির বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করাই ছিল এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।কিম জং-উন বলেন, দেশের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামরিক শক্তিকে আরও জোরদার করা হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সামরিক সক্ষমতার আরও দৃঢ় প্রদর্শনের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে।এদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার উত্তর কোরিয়া পূর্ব সাগর (জাপান সাগর) অভিমুখে একাধিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উক্ষেপণ করেছে, যা তাদের নজরে এসেছে। এই পরীক্ষার প্রযুক্তিগত দিকগুলি নিয়ে সিউল ও ওয়াশিংটনের সামরিক বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে বিশ্লেষণ করছেন।উত্তর কোরিয়ার সরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ফুটেজে একের পর এক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখা গিয়েছে। গত বছর 'কাং কোন' যুদ্ধজাহাজটির প্রথম উৎক্ষেপণের সময় সেটি উল্টে গিয়েছিল। পরে মেরামত ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পর পুনরায় সফলভাবে এর পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।সামরিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পরীক্ষায় উত্তর কোরিয়ার 'হওয়াসাল' সিরিজের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। পিয়ংইয়ং যেহেতু এগুলিকে কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করছে, তাই এগুলিতে পরমাণু ওয়ারহেড বহনের সক্ষমতা থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।কিম জং-উন আগেই দাবি করেছিলেন, 'কাং কোন' যুদ্ধজাহাজে বিমান প্রতিরক্ষা, জাহাজ বিধ্বংসী, সাবমেরিন-বিধ্বংসী এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁর দাবি, এই যুদ্ধজাহাজ থেকে পরমাণু সক্ষম কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রও উক্ষেপণ করা সম্ভব।সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া একই শ্রেণির আর একটি ৫,০০০ টনের যুদ্ধজাহাজ 'চো হিয়ন'-কেও নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম উপকূলে 'চো হিয়ন' এবং পূর্ব উপকূলে 'কাং কোন' মোতায়েন করে সমুদ্রভিত্তিক পরমাণু সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে চাইছে পিয়ংইয়ং। কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল ইউনিফিকেশন-এর গবেষক হং মিনের মতে, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর দেশ প্রতিষ্ঠার ৭৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'কাং কোন'-কে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।উত্তর কোরিয়ার অভিযোগ, দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার ধারাবাহিক সামরিক তৎপরতায় কোরীয় উপদ্বীপে পরমাণু সংঘাতের আশঙ্কা বেড়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও অস্ত্র কর্মসূচির উপর কড়া নজর রাখছে।উল্লেখ্য, ১৯৫০-৫৩ সালের কোরিয়া যুদ্ধ শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নয়, যুদ্ধবিরতিতে শেষ হয়েছিল। ফলে প্রযুক্তিগতভাবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এখনও যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে। বলে খবর সূত্র থেকে জানা যায়।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নেশামুক্ত সমাজ গঠনের দাবিতে ডিওয়াইএফআই-এর ডুকলি বিভাগী কনভেনশন

আগরতলা, ৬ জুলাই ঃ শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ার দাবিকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলার বড়দোয়ালি কৃষ্টি ভবনে অনুষ্ঠিত হল ডিওয়াইএফআই-এর ডুকলি বিভাগীয় কমিটির কনভেনশন। শিক্ষা ও কাজের দাবিতে, নেশার বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র করুন-ডিওয়াইএফআই-এর সদস্য হোন এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত কনভেনশনে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি গৌতম ঘোষ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সর্বভারতীয় নেতা সপ্তর্ষি দেব, পশ্চিমবঙ্গের যুব নেত্রী সোনামনি টুডু এবং ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর মজুমদার।বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান সময়ে রাজ্যের যুব সমাজের সামনে থাকা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তির মতো

একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হওয়ায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত যুবক-যুবতী অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একই সঙ্গে সমাজে মাদকের বিস্তার উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন বক্তারা।তাঁরা বলেন, শিক্ষা ও কাজের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই অধিক সংখ্যক যুবক-যুবতীকে ডিওয়াইএফআই-এর পতাকাতলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বক্তাদের মতে, সংগঠিত যুবশক্তিই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃত্বদের শহিদ ভগ সিংয়ের প্রতিকৃতি সম্বলিত স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এ সময় শহিদ ভগ সিংয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈষম্য, বেকারত্ব ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।কনভেনশনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা। হাপানিয়া এলাকার বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু মনুশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত সকলের কাছে মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। নেতৃত্বরা বলেন, শুধু আন্দোলন নয়, সমাজের অসহায় ও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোও সংগঠনের অন্যতম দায়িত্ব।কনভেনশনের শেষে আগামী দিনে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের দাবিতে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংগঠনের নেতৃত্ব। পাশাপাশি ডুকলি বিভাগে সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

রেড রোডে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন, বিজেপি অফিসেও অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সোমবার যথোচিত মর্যাদায় রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতার রেড রোডে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারত কেশরীকে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। এ ছাড়াও ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির অফিসে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সেখানে যোগদান করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য-সহ রাজ্য বিজেপির নেতা, কর্মীরা। সেই অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, ' কোনওদিন প্রতিহিংসার রাজনীতি করেননি। বাংলায় শ্যামাপ্রসাদের সরকার গঠিত হয়েছে।' এ দিন সকালে ইকোপার্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে জেলায় জেলায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে বিজেপি। এ দিন সকালে মেদিনীপুর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কার্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত ছাড়াও বিজেপির নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি রাজ্যসভা আসনে ২৪ জুলাই উপনির্বাচন, বিজ্ঞপ্তি ইসিআই-এর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শূন্য রাজ্যসভা আসনে আগামী ২৪ জুলাই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক-এর পদত্যাগের ফলে আসনগুলি শূন্য হয়েছে। সেই তিনটি আসনেই এই উপনির্বাচন হবে ২৪ জুলাই।নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী, ৭ জুলাই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ১৪ জুলাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন, ১৫ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই এবং ১৭ জুলাই প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন। ভোটগ্রহণ হবে ২৪ জুলাই সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। একই দিন বিকেল ৫টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সোমবার সকালে হাওড়ার দক্ষিণ বাক্সাড়ায় (৪১ নং ওয়ার্ডে) যথোচিত মর্যাদায় রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হল। **চিত্র--অরূপ নস্কর (তেঁতুলতলা)।**

ত্রিদেশীয় সফরে রওনা প্রধানমন্ত্রী মোদী, শুরুতেই যাবেন জাকার্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হয়েছেন। সফরের শুরুতে তিনি যাবেন ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। সোমবার সকালে নতুন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে জাকার্তার উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে ইন্দোনেশিয়া, তারপর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাবোও সুবিয়ান্তোর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৮ জুলাই পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া সফর করবেন। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রাবোও-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। জাকার্তায় প্রবাসী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে যোগ দোন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম প্রধান ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান-যোগিয়াকার্তার প্রাম্বানান মন্দির চত্বর পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী।এরপর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৮ থেকে ১০ জুলাই মেলবোর্ন সফর করবেন। সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প

নতুন সরকারকে অবশ্যই সময় দিতে হবে,মন্তব্য রুদ্রনীলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৬ জুলাই ঃ হাওড়ার সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকেই উন্নতমানের করে তোলা হবে, তবে এর জন্য অবশ্যই নতুন সরকারকে সময় দিতে হবে। রাতারাতি তো সবকিছু পরিবর্তন সম্ভব নয়।' জানালেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। সোমবার হাওড়ার টিকিয়াপাড়া এলাকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে এসে একথা বলেন তিনি। রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, হাওড়ার জগাছা ও জগদীশপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবার পরিষেবার মান উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এখানে নিখরচায় বিভিন্ন রকমের রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যে ইউএসজি সহ বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আগামীদিনে পলিক্লিনিকের মতো হবে। এর আগে রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নতুন সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে। কোনা স্বাস্থ্যকেঃদ্র ও জগাছা স্বাস্থকেন্দ্র দুটিকে প্রথম পর্যায়ে আরও উন্নত করা হবে। তারপর ধাপে ধাপে হাও।ার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে উন্নতমানের করে তোলা হবে। তবে এর জন্য নতুন সরকারকে অবশ্যই সময় দিতে হবে। রাতারাতি তো সবকিছু পরিবর্তন হবেনা। প্রসঙ্গত হাওড়ার জগাছা ও জগদীশপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছিল। অনেক পরিষেবাই এখানে অমিল ছিল। অবশেষে এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের তৎপরতায় আরও উন্নত হতে চলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে অনেক উন্নত পরিষেবা পাওয়া যাবে।

হাসপাতালে গাফিলতির অভিযোগে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ৬ জুলাই ঃ আরামবাগে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিসক ও নার্সদের গাফিলতির অভিযোগে রোগী মৃত্যুকে কেদ্র করে বিক্ষোভ। রাত পৌনে ন'টায় সাপে কেটেছিল। ৯টায় নাবালিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, তারপর এক ঘণ্টা তাকে ফেলে রাখা হয় জরুরি বিভাগেই। সে সময় কেবল রক্ত নেওয়াই হয়েছিল। কিন্তু সেই রক্ত আর পরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ। নার্সরা নাকি বলেছিলেন, ব্লাড ক্লট হচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় মৃত্যু হয় নাবালিকার। হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে. রোগীর নাম তমোশি পাল (১৬)।আরামবাগ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ তমোশিকে সাপে কাটার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, ভর্তির পর দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিসক বা নার্স তাকে দেখতে আসেননি। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে পরিবারের লোকজন বারবার সাহায্য চাইতে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসাকর্মীরা তাঁদের উল্টে বকাঝকা ও দুর্ব্যবহার করেন। দীর্ঘ টালবাহানার পর চিকিৎসা শুরু হলেও শেষ রক্ষা হয়নি, রবিবার মৃত্যু হয় তমোশির। এই খবর ছড়াতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। দোষী চিকিৎসক ও নার্সদের শাস্তির দাবিতে তাঁরা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও হাসপাতালের এক চিকিৎসক দাবি করেছেন, যাবতীয় চিকিৎসা করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রোগীকে বাঁচানো যায়নি। আমরা এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিজে থেকেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বিক্ষোভকারীরা শান্ত হন। তবে গাফিলতিতে যুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে অন। রয়েছে পরিবার। মৃতের এক দাদা বলেন, এখানকার নার্স-হাসপাতাল কর্মীদের ব্যবহার কীরকম সেটা স্ট্রিং অপারেশন করলেই বোঝা যাবে। আমরা বারবার বলছিলাম, পেসেন্টের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কেবল রক্ত নিয়েই ফেলে রাখে। রক্ত পরীক্ষাটা পর্যন্ত করে না। এক ঘণ্টা পর থেকে অসাড় হতে থাকে শরীর। ডাক্তাররা শেষের দিকে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। CPR করে অনেক চেষ্টা করেছিলেন বাঁচানোর। আর হল না।

বারাসত-শিয়ালদহ রুটে শুরু এসি লোকাল পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বারাসত থেকে শিয়ালদহ রুটে চালু হল এসি লোকাল ট্রেন পরিষেবা। পরিষেবার প্রথম দিনেই যাত্রীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস। বহু মানুষ প্রথমবার বাতানুকূল লোকাল ট্রেনে সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে স্টেশনে ভিড় জমান। কেউ পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পরিষেবার আনন্দ উপভোগ করেছেন, আবার কেউ দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ করতে স্ত্রীকে নিয়ে এসি লোকালে যাত্রা করেছেন। প্রথম দিনের এই নতুন অভিজ্ঞতা ঘিরে যাত্রীদের মুখে ছিল স্পষ্ট আনন্দের ছাপ। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থেকে কলকাতার শিয়ালদহ পর্যন্ত এসি লোকালের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ টাকা। প্রতিদিন সকাল ১০টা ৩৩ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে বারাসতের উদ্দেশে ট্রেনটি ছাড়বে। আবার সকাল ১১টা ২৯ মিনিটে বারাসত থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা দেবে এই বিশেষ লোকাল। ট্রেনটি মধ্যমগ্রাম ও বিরাটি হয়ে গন্তব্যে পৌঁছবে। ফলে এই রুটে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি হাসনাবাদ শাখার বহু যাত্রীও এই পরিষেবার সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় একটি এসি লোকাল পরিষেবা চালু থাকলেও সেটি রানাঘাট থেকে বনগাঁ হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলাচল করত। এবার প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র বারাসত ও শিয়ালদহের মধ্যে পৃথক এসি লোকাল পরিষেবা চালু হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনার বিপুল সংখ্যক যাত্রীর যাতায়াত আরও আরামদায়ক হবে বলে মনে করছে রেল। সোমবার পরিষেবা শুরুর প্রথম দিনেই এসি লোকালে যাত্রীদের ভালো সাড়া মিলেছে। বিশেষ করে দিনের ব্যস্ত সময়ে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় অফিসযাত্রী এবং নিয়মিত যাতায়াতকারীদের ভ্রমণ অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অনেকে। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বাতানুকূল লোকাল ট্রেন যাত্রীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এদিন এসি লোকাল পরিষেবার সূচনা উপলক্ষে রেলের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে যোগ দেন বারাসাতের নবনির্বাচিত বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ও। রেল কর্তৃপক্ষের আশা, আগামী দিনে এই পরিষেবায় যাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়বে এবং শহর ও শহরতলির মধ্যে যাতায়াত আরও আধুনিক ও আরামদায়ক হয়ে উঠবে।

ত্রিবেণী মহাশ্মশানে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে দু'টি বৈদ্যুতিক চুল্লি

, ত্রিবেণী,৬ জুলাই ঃ হুগলির ত্রিবেণী মহাশ্মশানের ঘটনা। এই শ্মশানে পাণ্ডুয়া, মগরা, বলাগড়, পোলবা-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখানে আসেন শেষকৃত্য করতে। এমনকী অন্য জেলার বাসিন্দারা মৃতদেহ সকারে আসেন ত্রিবেণীতে। শ্মশানে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে দু'টি বৈদ্যুতিক চুল্লি। ফলে মৃতদেহ সকারে এসে বিপাকে পড়ছেন পরিবারের লোকজন। বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত খরচ করে কাঠের চুল্লিতে দাহ করতে হচ্ছে দেহ। যার জেরে ক্রমাগত দূষণ বাড়ছে এলাকায়। কিন্তু চুল্লি বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই ত্রিবেণীর এই শ্মশানের একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি বন্ধ। একটি চুল্লিতে কোনও রকমে কাজ চলছিল। কিন্তু সেটিও ১৫ দিন ধরে বিকল। বাঁশবেড়িয়া পুরসভা একটি নোটিস দিয়ে জানিয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দু'টি বৈদ্যুতিক চুল্লি বন্ধ রাখা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, চুল্লি দু'টি কবে ঠিক হবে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। অন্য দিকে, ত্রিবেণী শ্মশানে একটি নতুন চুল্লি তৈরি করার কাজ চলছে। ত্রিবেণী শ্মশানের এক কর্মী বলেন, ' দু'টি চুল্লি রয়েছে। প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করেছি চুল্লিগুলো মেরামতের জন্য। চিঠিও দিয়েছি। মানুষের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এখনও পর্যন্ত মেরামতের কোনও কাজ শুরু হয়নি।' স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন, চুল্লিতে এক ঘণ্টায় কাজ হয়ে যেত। কাঠে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগছে। বৃষ্টিতে কাঠ ভিজে গেলে আরও সময় লাগছে। দূষণ হচ্ছে এবং চোখ জ্বালাও করছে। সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ বলেন, ' বন্ধ রয়েছে শুনেছি। বাঁশবেড়িয়া পুরসভায় যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি টেন্ডার করেননি। ঠিকাদারকে আমি ফোন করে জানিয়েছি। আশা করছি ৫-৭ দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

আর জি কর ফাইলস' খুলতেই কড়া পদক্ষেপ, তিন আইপিএসের সাসপেনশনের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহুল আলোচিত আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে ঘিরে তদন্তে নতুন করে গতি এসেছে। সরকারের নির্দেশে পুনরায় খুলেছে 'আর জি কর ফাইলস'। তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছিল তৎকালীন কলকাতা পুলিশের তিন শীর্ষ আইপিএস আধিকারিককে। এবার তাঁদের সাসপেনশনের মেয়াদ আরও চার মাস বাড়ানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া তিন আধিকারিক হলেন তকালীন কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা। তদন্তকারীরা ঘটনার সময় তাঁদের ভূমিকা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলি খতিয়ে দেখছেন। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট রাতের সেই নৃশংস ঘটনায় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের এক তরুণী চিকিৎসক নাইট শিফটে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ ও খুনের শিকার হন। পরদিন তাঁর দেহ উদ্ধার হওয়ার পর গোটা রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশ এবং এই মামলায় সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে। দীর্ঘ তদন্তের পর শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তবে এই তদন্তে সন্তুষ্ট নন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনায় শুধুমাত্র একজন নয়, আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে। তাঁদের দাবি, প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের এখনও আইনের আওতায় আনা যায়নি এবং তদন্তের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এখনও অজানা রয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই মামলার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ

তদন্তের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন তাঁরা। সরকার পরিবর্তনের পর নতুন প্রশাসন এই মামলাকে নতুন করে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে 'আর জি কর ফাইলস' পুনরায় খোলা হয় এবং তদন্তের স্বার্থে তৎকালীন তিন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়। তদন্তকারীদের অন্যতম লক্ষ্য হল, ঘটনার পর প্রশাসনিক স্তরে কোনও গাফিলতি বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হয়েছিল কি না, কিংবা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের কোনও মন্ত্রী ফোন বা বার্তার মাধ্যমে পুলিশ আধিকারিকদের বিশেষ কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না। সেই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, নথি, কল রেকর্ড ও ডিজিটাল যোগাযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে যদি কোনও অনিয়ম বা প্রমাণ সামনে আসে, তবে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। এরই মধ্যে কলকাতা হাই কোর্ট সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম অধিকর্তার নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের নির্দেশ দেয়। এই বিশেষ দলটি ঘটনার রাত থেকে শুরু করে নির্যাতিতার শেষকৃত্য পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। ঘটনার সময় কী কী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কোথাও কোনও প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ছিল কি না এবং তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপেক্ষা করা হয়েছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয়ই এখন সিটের নজরে রয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। পাশাপাশি নির্যাতিতার দাহকার্য ঘিরেও একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্রকে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে জেরা করা হয়। শ্মশান কর্তৃপক্ষের দাবি, নিহত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের সম্মতি নিয়েই সমস্ত নিয়ম মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছিল। যদিও তদন্তকারীরা গোটা প্রক্রিয়ার প্রতিটি দিক যাচাই করে দেখছেন। এই পরিস্থিতিতে তিন সাসপেন্ডেড আইপিএস আধিকারিকের সাসপেনশনের মেয়াদ আরও চার মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ বহাল থাকবে বলেই জানা গিয়েছে। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিটি দিক পুনরায় খতিয়ে দেখে প্রকৃত সত্য সামনে আনা এবং সমস্ত দোষীদের আইনের আওতায় আনাই এখন তদন্তকারী সংস্থার প্রধান লক্ষ্য।

বারুইপুরে ' পুকুর থেকে ফের দেহ উদ্ধার, নাবালিকার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ বারুইপুরের ধপধপি এলাকায় নাবালিকার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এখনও যখন উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি, ঠিক তারই মধ্যে একই পুকুর থেকে আরও এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয় দেহ উদ্ধারের ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, দুই ঘটনার মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তে কোনও দিকই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণকান্ত হালদার। গত শুক্রবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের দাবি। তাঁর খোঁজে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালানোর পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। এদিকে, নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থল সংলগ্ন পুকুরে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। সেই তল্লাশি চলাকালীনই পুকুরের জলের নিচ থেকে আরও একটি দেহ উদ্ধার হয়। পরে স্থানীয় বাসিঃদারা এবং পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহটি কৃষ্ণকান্ত হালদারের বলে শনাক্ত করেন। দেহ উদ্ধারের পর তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। কৃষ্ণকান্ত হালদারের মৃত্যু স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। একইসঙ্গে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঙ্গে এই মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না। কৃষ্ণকান্ত হালদারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাঁর ব্যক্তিগত

জীবন, পেশা, পরিচিত মহল এবং কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল কি না, সেই বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে কৃষ্ণকান্তের গত কয়েক দিনের গতিবিধি, মোবাইল ফোনের তথ্য এবং যোগাযোগের সূত্রও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। বারুইপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুটি ঘটনাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। একই পুকুর থেকে পরপর দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাই প্রতিটি তথ্য ও প্রমাণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার ফল হাতে পাওয়ার পর তদন্ত আরও স্পষ্ট দিশা পাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, রবিবার সকাল থেকেই বারুইপুরের ধপধপি এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় একটি পুকুর থেকে এক নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, নাবালিকাকে ধর্ষণের পর নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিঃদারা মৃতদেহ রাস্তায় রেখে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করেন। পাশাপাশি রেল অবরোধও করা হয়, যার ফলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। ঘটনার খবর পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দেন। তাঁর নির্দেশে এবং পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে ঘটনার দিনই ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়। এই বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত। তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই একাধিক সূত্র ধরে অভিযান চালানো হয় এবং মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা। সোমবার দুপুরে বারুইপুর বাজার এলাকা থেকে আনঃদ সর্দার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, তিনিই এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত। তাঁকে বারুইপুর আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে। তদন্তকারীদের বিশ্বাস, আনঃদ সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। তাই তাঁকে নিবিড়ভাবে জেরা করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এদিকে, নাবালিকার ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, যৌন নির্যাতনের পর একটি ভারী বস্তু দিয়ে নাবালিকার মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। সেই আঘাতই মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার ফল হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই পুকুর থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা বারুইপুর জুড়ে উদ্বেগ ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নাবালিকার মৃত্যুর তদন্ত যেমন দ্রুত এগোচ্ছে, তেমনি কৃষ্ণকান্ত হালদারের মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, নাকি এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা, তার উত্তর মিলবে তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গেই। বর্তমানে সেই দিকেই নজর রয়েছে প্রশাসন এবং স্থানীয় বাসিঃদাদের।

কামারহাটি পুরসভা নিয়ে জল্পনায় লাগাম টানলেন শমীক ভট্টাচার্য, ' দখলদারির রাজনীতি বরদাস্ত নয়'

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ কামারহাটি পুরসভার নেতৃত্ব পরিবর্তনকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে এবার স্পষ্ট অবস্থান জানাল বিজেপি নেতৃত্ব। সরকার পরিবর্তনের পর কামারহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোপাল সাহার ইস্তফা এবং পরবর্তীতে নির্দল কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ভাই সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। বিভিন্ন মহলে দাবি উঠতে থাকে যে, কার্যত কামারহাটি পুরসভা বিজেপির নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তবে এই জল্পনার মধ্যেই প্রকাশ্যে মুখ খুলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দল কোনওভাবেই 'দখলদারি রাজনীতি'কে সমর্থন করে না। একইসঙ্গে তিনি গোটা ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করেছেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই একাধিক পুরসভায় রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করে। বিভিন্ন পুরসভায় শাসকদলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ইস্তফা, দলবদল কিংবা প্রশাসনিক পরিবর্তনের জেরে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সেই আবহেই গত ১২ জুন কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর-উভয় পদ থেকেই ইস্তফা দেন গোপাল সাহা। তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এরপর একে একে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপাংশু ঘোষাল, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মী বিশ্বাস এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামল চক্রবর্তীও কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরপর এই ইস্তফার ঘটনায় কামারহাটি পুরসভার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। গোপাল সাহার ইস্তফার পর থেকেই নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন, তা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। সেই সময় থেকেই নির্দল কাউন্সিলর সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম সামনে আসে। তিনি বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ভাই হওয়ায় রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত বোর্ড বৈঠকে উপস্থিত ২৭ জন কাউন্সিলরের সর্বসম্মত সমর্থনে সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। জানা যায়, তৃণমূলের কাউন্সিলরদের সমর্থনেই তাঁর নাম অনুমোদিত হয়। এরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে প্রচার শুরু হয় যে, কার্যত কামারহাটি পুরসভা এখন বিজেপির নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এই প্রচার ঘিরেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কোনও ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো কাউন্সিলর বা দলের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিলেই দল তা মেনে নেবে না। তাঁর কথায়, সংগঠনের নিজস্ব নিয়ম ও শৃঙ্খলা রয়েছে এবং সেই নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনও রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করা হলে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি আরও বলেন, বিজেপি কোনওভাবেই এমন পরিস্থিতির প্রশ্রয় দেবে না, যেখানে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়িয়ে পড়ে অথবা দলের নাম ব্যবহার করে কোনও ধরনের 'ভুল ধারণা তৈরি করা হয়।

কাকদ্বীপে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন এবং তাঁর ১২৫ তম জন্মদিন পালন ও রবীন্দ্র ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার (আইপিএস) বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর, উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, কাকদ্বীপের বিডিও অতনু ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন এসডিআইসিও দেবজ্যোতি পাল, কাকদ্বীপ হসপিটাল সুপার কৃষ্ণেন্দু রয় সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আরামবাগে লরির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার

বনস্পতি দে, আরামবাগ,৬ জুলাই ঃ গভীর রাতে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে হুগলি জেলার আরামবাগে। ডিউটিরত অবস্থায় লরির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক সিভিক ভ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২২ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিশ্বকোষ রচয়িতা

প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, লেখক এবং প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু জন্ম গ্রহণ করেন ৬ জুলাই, ১৮৬৬ সালে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর প্রধান পরিচয় বাংলা বিশ্বকোষ রচয়িতা হিসেবে। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। পরে দীর্ঘ ২৭ বছরের পরিশ্রমে নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষের ২২টি খন্ড প্রকাশ করেন। শেষ খন্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। ১৯১৬-৩১ সালে ২৪ খন্ডে এর একটি হিন্দি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩-৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের চারটি খন্ড প্রকাশের পর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম জীবনে নগেন্দ্রনাথ কবিতা ও উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি সম্পাদনা কাজে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি তপস্বিনী ও ভারত নামে দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি কায়স্থসভার কায়স্থ পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। শুধু পত্রিকাই নয়, তিনি অনেক মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থও সম্পাদনা করেন, যেমন, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, চন্ডীদাসের অপ্রকাশিত রচনাবলি, জয়নারায়ণের কাশী-পরিক্রমা, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি। এগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলির মাহেশে। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতের নানা স্থান, বিশেষত, উড়িষ্যার বিভিন্ন তীর্থ ও দুর্গম স্থান ঘুরে বেড়ান। সেসব স্থান থেকে তিনি প্রচুর শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত ও উড়িয়া পুথি সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত লিপিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল শুশুনিয়া প্রত্নলিপি, মদনপালের অনুশাসন ইত্যাদি। এগুলির পাঠোদ্ধার করে তিনি প্রকাশ করেন যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নিজের সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এবং নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে প্রাচীন পুথিগুলি সংগ্রহ করেন, সেগুলি নিয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৪ সালে নগেন্দ্রনাথ শব্দেন্দু মহাকোষ নামে একটি ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলন ও প্রকাশ করেন। এ কাজের সূত্র ধরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে এবং তাঁদের আগ্রহেই তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৯৪ সালে বাংলার অনেক ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলি তিনি এখানে উপস্থাপন করেন। নগেন্দ্রনাথ শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট সংকলনের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ হল। গবেষণার পাশাপাশি নগেন্দ্রনাথ নাটক রচনা ও অনুবাদের কাজও করেন। বিহারীলাল সরকারের আগ্রহে তিনি দর্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য শঙ্করাচার্য (১৮৮৮), পার্শ্বনাথ, হরিরাজ, লাউসেন প্রভৃতি গদ্যপদ্যময় কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এছাড়া তিনি শেক্সপীয়রের হ্যামলেট এবং কর্ণবীর (১৮৮৪) নামে ম্যাকবেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ। এছাড়া তিনি কায়স্থসভারও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্বে অসাধারণ গবেষণার জন্য তাঁকে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

অনাহারে স্বামী বিবেকানন্দ

অনাহারে অর্ধাহারে স্বামীজীর সেইসব দিনগুলি। জীবনের প্রথম পর্বের দুঃখময় দিনগুলি স্বামীজীর পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়নি। একেবারে শুরুর দিনগুলিতে সদ্যপিতাকে হারিয়ে দত্ত পরিবারের যে চিত্রটি দেখতে পাওয়া যায় সেটা নরেন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, 'প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম, গৃহে সকলের পর্যাপ্ত আহার্য নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে 'বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোনদিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোনদিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐকথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না.' মায়ের চরিত্রের এরকমই একদিক বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। আর সেটি হল ভুবনেশ্বরীর সংযমশক্তি। 'মা একবার সুদীর্ঘ চোদ্দ দিন উপবাসে কাটিয়েছিলেন। এই শক্তির প্রতিফলন আমরা বিবেকানন্দর জীবনের শেষপর্যন্ত দেখেছি। কবিরাজের উপদেশ অনুযায়ী একুশ দিন তিনি জল না খেয়েই সবার বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। আর পরবর্তীতে সন্ন্যাসী জীবনে যেমন একদিন বরানগরে চারজন গুরুভাই ভিক্ষে করতে বেরিয়ে রিক্ত হাতে ফিরে এলেন, ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু দিতে পারলেন না। তখন সিদ্ধান্ত হল অনাহারে থেকে সেদিন সারাক্ষণ ভজন করা হবে। একদিন শিষ্যকে তিঁনি বলছেন, কী সব দুঃখের দিন না আমাদের গেছে। একসময় না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। মাথার ওপর দিয়ে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন হুঁশ হয়েছিল। আরো একটি খন্ডচিত্র- পরিব্রাজক অবস্থায় এক গুরুভাইকে চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি নিলজ্জভাবে ঘুরে ঘুরে অপরের বাড়িতে আহার করছি, আর এতে বিবেকের দংশনও হচ্ছে না। আর ভিক্ষে করবো না। আমাকে খাইয়ে গরীবের লাভ কী? তারা একমুঠো চাল পেলে বরং নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারে। আবার পরিস্থিতি সর্বত্র সমান নয়। শুনুন মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া ছাড়িয়ে একটা রিপোর্ট, নিতান্ত অসভ্য ও অতিথি আপ্যায়ন বিমুখ, একমুঠো ভিক্ষা চাইলে দেয় না। আশ্রয় চাইলে তাড়িয়ে দেয়। কয়েক দিবস নিরম্বু উপবাস, পরে জীবনধারনোপযোগী সামান্য কিছু আহার করে শরীর রক্ষা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

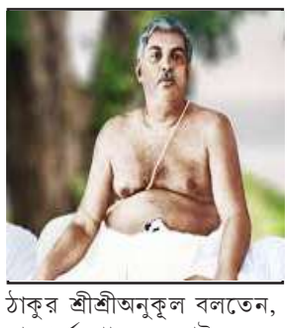

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছ প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন কর।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেন তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তি লাভ কর।

পরিচালক সত্যজিৎ সাহিত্যিকও ছিলেন

রাজু পারাল, হাওড়া

সত্যজিৎ রায় ঃ একজন চিত্র পরিচালকের সাথে সাথে তিনি সাহিত্যিকও । সত্যজিৎ রায় নেই, এখনও ভাবতে কিছুটা সময় লাগে। সত্যিই কি তিনি নেই ? আসমুদ্র হিমাচল সকলেই আজও তাঁকে মনে রেখেছে একজন 'চিত্র পরিচালক' হিসেবে। আর সাহিত্যিক সত্তা সে তো চিরন্তন। সারা বিশ্বের পাঠকরাই তাঁর সাহিত্যসম্ভার থেকে আস্বাদ গ্রহণ করে আজও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

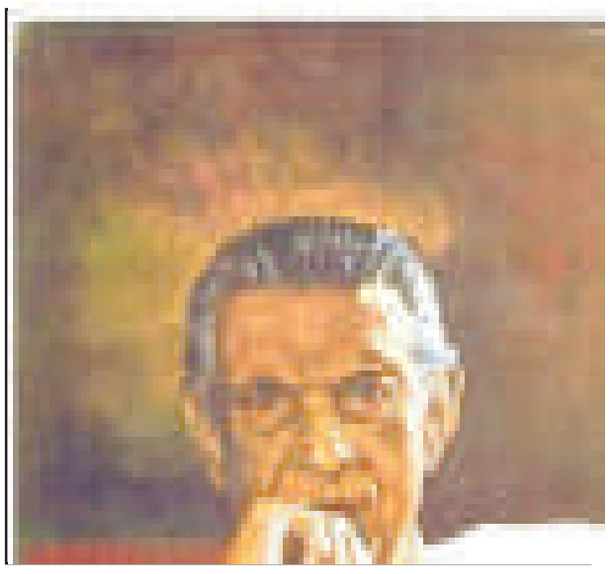

পর আন্তর্জাতিক বাঙালি বলতে যদি কারও নাম উঠে আসে তো তিনি সত্যজিৎ রায়। শুধু চলচ্চিত্র নয়, সাহিত্য - সঙ্গীত - চিত্রকলা সমস্ত ধারাকেই আত্মস্থ করেছিলেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে। উপহার দিয়েছেন এমন সব ছবি, সাহিত্য, যা তৈরী করেছে এক একটি মাইলফলক। গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ সকল ক্ষেত্রেই তাঁর লেখার ভাষা ও শক্তি ছিল আশ্চর্য রকমের সুন্দর এবং মুগ্ধকর। এমন সহজ, সুন্দর এবং মাধুরী মেশানো ভাষা যে, পাঠককে পড়িয়ে নেয়। চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি তিনি রেখে গিয়েছেন হিরকদ্যুতির মতো আশ্চর্য সব লেখা যা তাঁর জাত চিনিয়ে দেয়।

বিরল বৃক্ষের জন্য যেমন প্রয়োজন মহার্য বীজের, সত্যজিৎ রায়ের মত বিশ্ববরেণ্য লেখকের আবির্ভাবের জন্য তাই প্রয়োজন আধারের। বাবা সুকুমার রায় ও ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর উভয়েই ছিলেন তেমনি দুই আধার। এঁরা দু'জনেই ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী। ফলে সত্যজিতের শিরা - উপশিরায় যে সাহিত্যের রক্ত প্রবাহিত হবে সে আর নতুন কি। চলচ্চিত্রের সবদিকে স্বচ্ছন্দ পদচারনার পাশাপাশি তিনি একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। পারিবারিক পত্রিকা 'সন্দেশ' সম্পাদনার তাগিদে সত্যজিতের সাহিত্য সৃষ্টির সুত্রপাত। সত্যজিতের কাছে ওই পত্রিকার মূল্যই ছিল আলাদা। কি কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনায়, কি রহস্য গল্প রচনায়, কি লঘু রসের রচনায় তিনি আমাদের কেবল মুগ্ধই করেননি, রোমাঞ্চিতও করেছেন। ব্যস্ত জীবনে একটু ফুরসত পেলেই ছোটদের জন্য কলম ধরেছেন, ডুব দিয়েছেন ফেলুদা বা শঙ্কুর গল্প কথায়। শাণিত পৌঢ় বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু কিংবা গোয়েন্দা ফেলুদা চরিত্র তাই আজ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে তাঁর মৌলিকতার গুণে।

সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যের তালিকায় ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের গল্প, কিছু অনুবাদ রচনা, আত্মস্মৃতি মূলক রচনা, চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা, তাঁর নিজের লেখা কাহিনীকে ভিত্তি করে লেখা চিত্রনাট্য ইত্যাদির মত মণিমুক্তো । তবে এগুলির মধ্যে পরিমানে ও জনপ্রিয়তার নিরিখে গল্পের স্থান ছিল সবার শীর্ষে। সত্যজিৎ রায়ের অসংখ্য গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায়। 'ক্লাস ফ্রেন্ড', 'খগম', 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' বা বাতিক বাবুর মতো বহু আখ্যান তিনি লিখেছিলেন সন্দেশ পত্রিকার কথা ভেবেই। গোলোকধাম রহস্য, গোসাইপুর সরগরম, ডা মুনসির ডায়েরি, বোস পুকুরে খুনখারাপি, সেপ্টোপাসের খিদে বা প্রফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও ইত্যাদি শঙ্কু ও ফেলুদাকে কেন্দ্র করে বহু গল্প সন্দেশ - এ ছাপা হয়েছিল। 'ফেলুদা' চরিত্রটি বড়দের কাছে উপো ভোগ্য হলেও কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে লিখেছিলেন সত্যজিৎ। ১৯৬৫ সালে সন্দেশ - এর পাতায় 'ফেলুদার গোয়েন্দা গিরি' গল্পের মাধ্যমেই পাঠকদের প্রথম পরিচয় ঘটে ফেলুদার সঙ্গে। প্রথম পরিচয়েই পাঠকদের মধ্যে তৈরি হয় গাঢ় মুগ্ধতা। যে মুগ্ধতায় কখনও চিড় ধরেনি। অপরাধী শনাক্তকরণে ফেলুদার আশ্চর্য রকমের দক্ষতায় পাঠকরা মুগ্ধ হয়েছে বার বার। একটা জটিল রহস্য সামনে রেখে শানিত বুদ্ধির দ্বারা তার সমাধান করাই ছিল ফেলুদার কাহিনীগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু। ফেলুদা কাহিনীগুলিতে হত্যাকান্ড থাকলেও খুনখারাপি তেমন নৃশংশ ভাবে দেখাননি সত্যজিৎ যেহেতু তা ছোটদের জন্য লেখা। তাই তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা সর্বদা মাথায় রাখতেন তিনি।

ফেলুদার প্রত্যেকটি আখ্যানেই দেখা যায় 'তোপসে' এবং 'জটায়ু' চরিত্র দুটি। যাঁরা ফেলুদার (প্রদোষচন্দ্র মিত্র) পাশে কেবল মানানসই ই নন,অপরিহার্যও বটে ! সাসপেন্সের সঙ্গে জটায়ুর হালকা হাসি কাহিনীগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলত।

সত্যজিৎ রায়ের আর এক অমর সৃষ্টি প্রফেসর শঙ্কু। ১৯৬১ -তে 'সন্দেশ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ এই ভোলে ভালা চেহারার বাঙালি বৈজ্ঞানিকের 'ব্যোমযাত্রার ডায়রি ' গল্পে । গিরিডির এই বাঙালি বিজ্ঞানীকে সামনে রেখে সত্যজিৎ ফ্যান্টাসির এক আশ্চর্য জগৎ নির্মাণ করে ছিলেন। পড়তে পড়তে পৌঁছে যাওয়া যায় নানা দেশে। ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে বিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চারের অভূতপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি সমানতালে সত্যজিৎ রায় চালিয়েছিলেন ছবি আঁকাও। 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রায় সব মলাট ও ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন নিজের হাতে। তাঁর আঁকা সব ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবামের মতো বই ছাপা হলে তা বোধহয় এক দুর্লভ সংগ্রহ হত।

সত্যজিৎ রায় শুধু লিখতেনই না , প্রচুর পড়াশোনাও করতেন। তাঁর ঘরের লাইব্রেরি দেখলে অবাক হতে হয়। কত বিষয়ের ওপর যে কত দেশি বিদেশি বই, দুর্মুল্য আর দুষ্প্রাপ্য, তার হিসেব করা কঠিন। বইগুলি তিনি যে ঘরে সাজিয়ে রাখতেন তা নয়, যে কোনো বই থেকে মুহূর্তে রেফারেন্স বলে দিতেন।

সংযোজন ঃ 'জন্মিলে মরিতে হয়, অমর কে কোথা কবে?' সত্যজিৎ রায়ও ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২ সালে। রেখে গেলেন বিরাট এক সাহিত্যের সম্ভার যা সমগ্র ভারত বাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ। সোনার কেল্লার এক দৃশ্যে ফেলুর বিছানায় কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দিয়েছিল মন্দার বোস। সেই দৃশ্যের শুটিং রাজস্থানে হলেও কাঁকড়াবিছে কিন্তু কলকাতা থেকে গিয়েছিল। কলকাতা ময়দানের শহিদ মিনারের নীচ থেকে বিছে দুটো কেনা হয়েছিল। সেখানে একটা মেলা বসে। সেই মেলা দেখেই কিন্তু বাবার মাথায় 'ফটিকচাঁদ'-এর প্লট এসেছিল। বাবার ভয় ছিল রাজস্থানে গিয়ে যদি বিছে জোগাড় করা না-যায়, তা হলে তো শুটিংই বানচাল হয়ে যাবে! আলাদা-আলাদা কাচের শিশিতে ভরে বিছে দুটোকে নেওয়া হয়েছিল। শিশির মাথায় ছোট-ছোট ফুটোও করা ছিল। যাতে বিছে দুটো নিশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু এত আয়োজনের পরও রাস্তায় একটা বিছে মারা যায়। অন্যটা অবশ্য ঠিক ছিল। শুটিংয়ের পর ওটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছবিতে কাঁকড়াবিছে ছাড়ার দৃশ্য তো সবার দেখা। তবে সেটা ছাড়াও কামু মুখোপাধ্যায় আরও সাহসী দৃশ্য করেছিলেন। চিত্রনাট্যে যে দৃশ্যগুলো ছিল, সেই সব তোলার পর বাবা বলেছিলেন, তুমি কাঁকড়াবিছেটা তুলে ধরতে পারবে? কামুকাকু বলেছিলেন, না-পারার কী আছে? বাবা তৎক্ষণাৎ আরও একটা দৃশ্য তুলেছিলেন। তাতে বিছের লেজ ধরে মন্দার বোস সেটা তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এডিটিংয়ে বসে বাবা সেই দৃশ্যটা বাতিল করেন। বাবার যুক্তি ছিল, যে বিছেকে ভিলেন অনায়াসে ধরতে পারছে, সেটা দেখে ফেলু ভয় পাচ্ছে, এটা ঠিক নয়। এতে ফেলুর ইমেজে ধাক্কা লাগবে।

শুধু কাঁকড়াবিছে ধরা নয়, কামুকাকু আরও দুঃসাহসী শট দিয়েছিলেন সোনার কেল্লায়। মনে আছে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় লাঠি স্টেশনের সেই রাতের শুটিং। লাঠি ছিল। রাজস্থানের এক শুনশান স্টেশন। সেই স্টেশনকেই ছবিতে রামদেওয়া স্টেশন হিসেবে দেখানো হয়। সেই স্টেশন থেকে ফেলুরা তিনজন রাতের ট্রেনে উঠবে। ওদিকে মন্দার বোসও উঠবে ওদের শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ঠিক হল, দুটো ক্যামেরা নিয়ে শুট করা হবে। একটা থাকবে ইনস্পেকশন ট্রলিতে। সেই ট্রলি ট্রেনের পাশে-পাশে ছুটবে। আর-একটা ক্যামেরা থাকবে ট্রেনের মাথায়। ট্রলিতে থাকবেন বাবা আর সৌমেন্দু রায়। ট্রেনের মাথায় উঠবেন সহকারী ক্যামেরাম্যান পূর্ণেন্দু বসু। তখন তো স্টান্টম্যান বলে কিছু ছিল না। স্টেশনে দাঁড়িয়ে শট বোঝানোর সময় বাবা একবার কামুকাকুকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি ট্রেনের এক কামরা থেকে ঝুলে ঝুলে আর-এক কামরা যেতে পারবে? কামুকাকু এক পায়ে রাজি। বাবা বলেছিলেন, ট্রেন চলবে কিন্তু! ভেবে দেখো! কামুকাকু তাতেও পিছপা হলেন না। তখন ওই দৃশ্য তোলা হল। যেখানে ফেলুর রিভালভারের সামনে থেকে পালাতে গিয়ে মন্দার বোস এক কামরা থেকে আর-এক কামরায় ঝুলে-ঝুলে গেল।' - আমার বাবা সত্যজিৎ রায় (সন্দীপ রায়)। তিনি আবার ডিজাইন করতেন।

বাংলার নবাব সিরাজদৌলার ভাগ্যাকাশে সূর্য উদয় হল না

রানা দাস

নবাব সিরাজদৌলা হত্যাকান্ড, ৩ জুলাই। ২ জুলাই বন্দী হবার সময় নবাবের সাথে ছিলেন তার স্ত্রী লুতফা বেগম এবং চার বছর বয়সী কন্যা উম্মে জহুরা। এরপরের দিন ০৩ জুলাই মীরজাফরের আদেশে তার পুত্র মিরনের তত্ত্বাবধানে মুহম্মদিবেগ নামের এক ঘাতক সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করে। কথিত আছে, সিরাজের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘোরানো হয়।

মাত্র ২৩ বছরের যুবক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ১৫ মাসের নবাবির সাথে আজও জড়িয়ে বাঙালির আবেগ। যদিও তিনি বাঙালি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রেম ছিল বাংলা ও বাঙালির প্রতি, যে প্রেমে প্রাণ দিতে কুণ্ঠা করেননি তিনি। সিরাজ-উদ-দৌলা তার প্রজাদের দায়িত্ব রক্ষা করতে শেষটায় প্রাণ দিয়েছেন।

২৩জুন ১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধ শেষে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলতঃ বিরাট বিশাল ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে যায়। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও কোম্পানির পরিচালক রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধের পরাজয়ের এ দিনটাই ছিল তারই মাইলফলক। এ সময় দিল্লিতে ছিলেন দূর্বল মোঘল সম্রাট আলমগীর দ্বিতীয়। যুদ্ধের কারণ ছিল কোম্পানির লোকদের নবাবের আইন না মানা, কর প্রদানে অনীহা এবং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্ত্র ধারন। নবাব এই কোম্পানির পরিচালকদের নিয়ন্ত্রনে আনতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কোম্পানির পরিচালক রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলি খাঁন ও অন্যসব মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা, সিরাজের ভূল যুদ্ধ পরিকল্পনা পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের কারণ। এই যুদ্ধে নবাবের ৫০ হাজার সৈনের ১৫০০ এবং কোম্পানির মাত্র ৩ হাজার সৈনের ১০০জন নিহত বা আহত হন। মীর জাফর আলিকে নবাব ঘোষণা করে কোম্পানি তাঁকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব ঘোষণা করে।

পরবর্তিতে বৃটিশ হাউজ অব কমন্স রবার্ট ক্লাইভকে লর্ড উপাধি এবং ১৭৫৭খ্রি. ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধ বিজয়হেতু তাঁকে ব্যারন অব পলাশি খেতাবে ভূষিত করে সেই সাথে তাঁকে বৃটিশ কমন্সসভার সদস্যপদ প্রদান করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ পর্যন্ত ১৯০ বছর মুসলমানরা তাদের ৮০০ বছরের হারানো গৌরব পুনঃরুদ্ধারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ, যুদ্ধ, আর জঙ্গি তৎপরতায় নেমে পড়ে। এ সময়ে মুসলমানরা ৪০টি কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন, তীতুমিরের যুদ্ধ এসব করে ব্যর্থ হলে শাসক ইংরেজের চরম শত্রুতে পরিণত হয়।

ভারতের সবচেয়ে বড় সুবা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পলাশীর এক প্রহসনের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভের মাত্র ৩০০০ সৈন্যের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। এর মূলে ছিল এক গভীর বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র । যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নবাবের নিজের মাসি(খালা)ঘসেটি বেগম, পরমাত্মীয় সিপাহশালার মীর জাফর আলী খাঁ, নবাব সিরাজের আরেক মাসতুতো বা খালাইতো ভাই পূর্নিয়ার শাসক সৌকত জঙ্গ, দেশি-বিদেশি বণিক সমাজ, রায় দূর্লোভ, ইয়ারলতিফ, ধনকুবের জগৎশেঠ(মাহাতাব চাঁদ), উমিচাঁদ, কলকাতার জমিদার সামন্ত প্রভুরা। সিরাজের এই পরাজয় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশের সূচনা। নবাব সিরাজ জয়ের মুখে এসেও বিশ্বাসঘাতকতার যুপকাষ্ঠে পড়ে এক ছেলেখেলার যুদ্ধে পরাজিত হন। উপায় না পেয়ে ফিরে যান রাজধানী মুর্শিদাবাদ। ২৪ জুন একেবারেই ভোর রাতেই নৌকায় করে স্ত্রী লুৎফা ও শিশুকন্যা জোহরাকে নিয়ে রওনা দেন পাটনার দিকে। ভেবেছিলেন পাটনায় গিয়ে সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে আবার তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে পলাশীর হৃত সম্মান ফিরে পাবেন বিজয়ীর বেশে। নবাবের দূতরা পৌঁছানোর আগেই মীর জাফরের পুত্র মীরন ও জামাতা রাজমহলে পৌঁছে যান। ভগবানগোলা থেকেই তারা পর্যবেক্ষণ করছিল। বিহারের রাজমহলে নবাবের দূত পৌঁছানোর আগে মীরন ও মীরকাশিম পৌঁছে যান। পায়ের নাগরা জুতোই সিরাজের কাল হল। তারপরে ধরে এনে মুর্শিদাবাদ শহরের জাফরগঞ্জ প্রাসাদে অর্থাৎ মীরজাফরের বাড়িতে মীরনের নির্দেশে সিরাজকে নৃশংসভাবে খুন করে। তারপর বঙ্গের মসনদ কার্যত ব্রিটিশ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে। এখন প্রশ্ন, কেন দাদু (নানা) নবাব আলীবর্দী খাঁ সিরাজকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করলেন? ১৭৩২ বা মতান্তরে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের জন্ম।

রঙ্গরসে যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

যুগসন্ধিক্ষণের কবি হচ্ছেন ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর কবিতায় সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার চিত্র ধরা পড়ে। যদিও তাঁর কবিতায় সেই সময়কার কবিগান, হাফ আখড়াই, আউল বাউলের প্রভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র সমাজ চিত্র ধরা পড়ে। তিনি সব কিছুকে সাংবাদিকের চোখ দিয়ে দেখে ছিলেন বলেই সমাজের প্রতিটি ঘটনাকে ব্যঙ্গ বা কৌতুক করে কবিতা রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কবি হিসাবে রক্ষণশীল না উদারপন্থী ছিলেন তা জানা একেবারে অসম্ভব। তিনি সেই সময় যে কোনও ঘটনার ওপরে অবলম্বন করে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে সবাইকে আনন্দ দান করতে সক্ষম ছিলেন। মঙ্গলকাব্যে শিবায়ন কাব্যে আমার দেখতে পাই শিব পাবর্তীকে নিয়ে রঙ্গ তামাসা করে সমাজের আসল চিত্রটা তুলে ধরছেন কবিরা। কিন্তু এখানে ঈশ্বরগুপ্ত কোনও দেবী দেবীকে আশ্রিত করে রঙ্গ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করছেন না। তিনি সমাজের চিত্রকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করছেন। যুগের প্রভাব তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। যুগকে বাদ দিয়ে কোনও কবি কবিতা রচনা হতে পারে না। ঈশ্বর গুপ্ত সেই দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী ছিলেন না। ঈশ্বর গুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন ৬ মার্চ ১৮১২ সালে। তখন ইংরেজ সরকার পাকাপাকি ভাবে ভারতের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। আর কবি ঈশ্বর গুপ্ত যখন পরলোক গমন করেন তখন ইংরেজরা ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ফেলেছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর জীবনে দুটো পরিবেশকে দেখতে সক্ষম হন। একটি হচ্ছে ইংরেজদের ভারতের প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছা এবং পরে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় ভারত। তিনি আধুনিক যুগের প্রথম ধারার কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কারণ ইংরেজদের ভারত আগমনের সময় থেকে ভারতের আধুনিক যুগের শুরু। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই মধ্য যুগের প্রভাব থেকে বের হয়ে আসার প্রবণতা।

কবিদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। সেখানে স্থান গ্রহণ করলো মানুষ। মানুষের জীবনকে নির্ভর করে কবিতা রচনা

আত্মত্যাগ ও দূরদর্শিতার স্মরণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন শান্তিনিকেতনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৬ জুলাই ঃ যাঁদের অসীম আত্মত্যাগ ও দূরদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আজকের স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের

রূপরেখা তৈরি হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক অত্যন্ত ভাবগম্ভীর, আবেগঘন ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যথাযথ মর্যাদা ও বিনম্র শ্রদ্ধা মধ্য দিয়ে এই মহান জননেতা, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনেরা। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে শিক্ষা এবং উন্নত স্বাস্থ্যের আলো পৌঁছে দেওয়া। তাঁর সেই স্বপ্নের প্রতি সম্মান জানিয়েই প্রদীপ প্রজ্বলন ও মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ অশোক কুমার দত্ত (মেডিকেল ডিরেক্টর, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল), অধ্যাপক ডাঃ অনিন্দ্য কুমার রায় (ডিন, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল)। চিকিৎসকদের পাশাপাশি সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এই সভা এক অনন্য মাত্রা লাভ করে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর সমাজবিদ্যা বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ সুকুমার পাল। তিনি তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তব্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষাদর্শন, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এবং আধুনিক ভারত গঠনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তাঁর কথায় স্পষ্টভাবে উঠে আসে, কীভাবে একজন মানুষ নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থকে সরিয়ে রেখে মাতৃভূমির সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এছাড়াও এই স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রীয় হিন্দু রক্ষা মঞ্চের জেলা নেতৃত্ব রাজেশ সাহানী, বোলপুর টাউন বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী রাজেন্দ্র আঞ্চালিয়া এবং এলাকার পরিচিত ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকেশ চক্রবর্তী। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং হবু চিকিৎসকরাও এই অনুষ্ঠানে পূর্ণ মর্যাদার সাথে সামিল হন। বক্তাদের স্মৃতিচারণায় এদিন বারবার উঠে আসে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন এবং বাংলার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা। উপস্থিত চিকিৎসকেরা জানান, রোগীদের নিঃস্বার্থ সেবা করার যে শপথ তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মতো মহামানবদের আদর্শ থেকেই গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। মানবসেবাই যে প্রকৃত ঈশ্বরসেবা এবং দেশপ্রেম মানে কেবল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, সমাজের আর্ত ও পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোও যে সমান দেশপ্রেম - এই বার্তাই এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সকলের হৃদয়ে অনুরণিত হয়। ছাত্রছাত্রীরাও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

মালদায় ধর্ষণের অভিযোগে বিহারে গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ জুলাই ঃ এক নাবালিকাকে বাড়িতে ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। ফাঁকা বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। গুরুতর অসুস্থ ওই নাবালিকা ভর্তি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য। অভিযুক্ত শেখ রবিউলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বিহারের পূর্ণিয়ায় পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে ওই যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত সাহায্য নিয়ে পূর্ণিয়া থেকে রাতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। সোমবার সকালে ধৃতকে তোলা হল মালদা জেলা আদালতে। পুলিশ সাতদিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইংরেজবাজারের যদুপুরে একই এলাকার বাসিন্দা নির্যাতিতা নাবালিকা এবং অভিযুক্ত বছর ত্রিশের যুবক শেখ রবিউল। রবিবার দুপুরে ওই যুবকের বাড়িতে কেউ ছিল না। এই সুযোগে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া বছর ১২-র ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেয়ের পরিবারের লোকজন তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনেন। এদিকে ঘটনার পর বিহারে পালিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে যুবক। নির্যাতিতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেট। মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পরেই বিশেষ দল গঠন করে বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হবে।

ফুলিয়ার বয়রার ঘাটে তীব্র গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে, আতঙ্কে দিন কাটছে নদীপাড়ের কয়েকশো মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ জুলাই ঃ বর্ষার শুরুতেই ফুলিয়ার বয়রার ঘাটে তীব্র গঙ্গা ভাঙন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। আষাঢ়ের শুরুতেই অবিরাম বৃষ্টি, আর তার জেরেই নদীপাড়ের বাসিন্দাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। বর্ষার শুরুতেই নদী ভাঙনের গ্রাসে শান্তিপুর ব্লকের বেলগড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফুলিয়ার বয়রার ঘাট এলাকা। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে গঙ্গার জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে নদীপাড়ে। একের পর এক মাটির চাঁই তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার গর্ভে। আর এই ভাঙনের জেরে চরম আতঙ্কে দিন কাটছে গঙ্গার পাড়ে বসবাসকারী কয়েকশো মানুষের। যেকোনো মুহূর্তে ঘরবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাতে ঘুম উড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদিকে এই ভাঙন পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর। ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে পূর্বতন সরকারকে। বিজেপির অভিযোগ, গঙ্গা ভাঙন রোধের উদ্দেশ্যে এর আগে যে বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা সাধারণ মানুষের কাজে লাগেনি। সম্পূর্ণ অর্থ নয়ছয় ও দুর্নীতি করা হয়েছে বলে দাবি তাদের। সঠিক কাজ না হওয়ার কারণেই আজ বর্ষার শুরুতেই সাধারণ মানুষকে এই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। বিজেপির এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শাসক দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগে যে কাজ হয়েছিল তা সম্পূর্ণ জেলা পরিষদের অর্থ অনুকূলে নিয়ম মেনেই করা হয়েছিল। ভাঙন নিয়ে রাজনীতি না করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। একই সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের আশ্বাস,

যদি নতুন করে কোনও জায়গায় ভাঙন দেখা দেয়, তবে আমরা বসে নেই। আমরা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখছি। সংশ্লিষ্ট সেচ ও প্রশাসনিক দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন করে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করা হবে। প্রশাসনের আশ্বাস মিললেও, ক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই দাবি, তড়িঘড়ি অস্থায়ী বালির বস্তা ফেলে নয়, বরং নদীপাড়ে পাকাপোক্ত বোল্ডার পিচিংয়ের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান করা হোক। না হলে এই বর্ষায় ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হতে হবে বহু পরিবারকে। তাই সকলে দ্রুত সমাধান চাইছেন।

রজনী পাত্র মাহাতোর মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে পথে ঝুমুর শিল্পীরা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৬ জুলাই ঃ জঙ্গলমহলের জনপ্রিয় ঝুমুর শিল্পী রজনী পাত্র মাহাতোর মৃত্যুর চার দিন পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগে সোমবার পথে নামলেন জেলার ঝুমুর শিল্পীরা। ঝাড়গ্রাম শহরে মিছিল ও বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, মেডিক্যাল বোর্ড গঠন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সোমবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ঝুমুর শিল্পীরা একত্রিত হন। সেখান থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে তাঁরা প্রতিবাদ মিছিল করেন। পরে পাঁচমাথা মোড়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে রজনী পাত্র মাহাতোর মৃত্যুর ঘটনায় দ্রুত তদন্তের দাবি তোলেন। শিল্পীদের অভিযোগ, ঘটনার চার দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ করা হয়নি। এতে শিল্পীমহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। পরিবারের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুর এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রজনী পাত্র মাহাতো একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। সন্তান সুস্থ থাকলেও ওই রাত থেকেই রজনীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। তাঁর তীব্র পেটব্যথা ও পেট ফুলে যাওয়ার বিষয়টি বারবার চিকিৎসককে জানানো হলেও সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা মেলেনি বলে অভিযোগ। শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতার স্বামী চিন্ময় মাহাতো ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এ দিনের প্রতিবাদে জেলার বহু বিশিষ্ট ঝুমুর শিল্পী অংশ নেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন কুড়মি সামাজিক সংগঠনের নেতারাও মিছিলে শামিল হন। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু ঝুমুর-অনুরাগীও বিক্ষোভে অংশ নেন। এদিন ঘটনাস্থলে যান জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার সভাপতি অশোক মাহাতো। তিনি বলেন, ঘটনার মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। পাশাপাশি, তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। মিছিল জুড়ে ধ্বনিত হয়, রজনী পাত্র মাহাতোর মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত পদক্ষেপ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ জুলাই ঃ বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ৩২ লক্ষাধিক টাকা ও মাদক তৈরির একাধিক রাসায়নিক কাঁচামাল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম সাদ্দাম হোসেন শেখ এবং আক্তার শেখ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মীরাবাজার আরওপি -র পুলিশ কর্মীরা একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পান। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের হেফাজত থেকে নগদ ৩২ লক্ষ ১৪ হাজার ২৯০ টাকা এবং ৫৪৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। তবে শুধু তৈরি মাদকই নয়, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর তালিকায় রয়েছে মাদক তৈরির বেশ কিছু রহস্যময় রাসায়নিক উপাদানও। যার মধ্যে রয়েছে স্থানীয়ভাবে 'চায়না কড' নামে পরিচিত ১ কেজি ৫৮৪ গ্রাম ওজনের একটি কালো রঙের গুঁড়ো পদার্থ এবং 'গোরানি নামে পরিচিত ২৯৭ গ্রাম সাদা রঙের গুঁড়ো। এ ছাড়াও মাদক কারবারিদের থেকে ৪ কেজি ৮৩৩ গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট অ্যানহাইড্রাস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া রাসায়নিকগুলি হেরোইনের পরিমাণ বাড়াতে বা তা প্রক্রিয়াকরণ করতে ব্যবহার করা হত। ধৃত সাদ্দাম ও আক্তারের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বা এনডিপিস অ্যাক্টের ২১(সি) এবং ২৯ নম্বর ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করে মামলা রুজু করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে এল এবং উদ্ধার হওয়া মাদক ও রাসায়নিকের উৎস কী, তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও মাদক তৈরির উপাদান উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এর আগেও একাধিকবার এই এলাকায় মাদক পাচারকারীদের আনাগোনা যে লেগেছিল তা গোপন সূত্র মারফত খবর পাওয়া যেত। এদিন এই পাচারকারী এবং মাদক তৈরির উপাদান উদ্ধার হওয়াতে আশা করা যাচ্ছে এই চক্রের পেছনে কোনও বড় আন্তর্জাতিক বা আন্ত ঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের হাত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

পর্যটকদের হয়রানি রুখতে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন, কড়া নজরে হোটেল-ট্যুর অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স, পাহাড় কিংবা প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে বেড়াতে এসে আর সমস্যায় পড়লেও অসহায় হয়ে থাকতে হবে না পর্যটকদের। যে কোনও ধরনের হয়রানি, প্রতারণা বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসনের সাহায্য পৌঁছে দিতে চালু হল ২৪ ঘণ্টার বিশেষ পর্যটক হেল্পলাইন নম্বর ৯৮০০২৪২৪২৬। পর্যটকদের নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই নতুন পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের, ট্রাফিক ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রশাসনের দাবি, উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আস্থা বাড়াতেই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। শুধু হেল্পলাইন নয়, পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এখন থেকে সমস্ত হোটেলকে কেন্দ্রীয় NIDHI পোর্টালে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হবে। পাশাপাশি ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকবাহী গাড়ির চালকদেরও প্রশাসনের নথিভুক্ত করা হবে। অনুমোদিত পরিষেবা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে, যাতে কোনও প্রতারণার ঘটনা ঘটলে প্রশাসন দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে। পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যেই একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে। পরবর্তীতে এই হেল্পলাইনকে রাজ্য স্তরের কেন্দ্রীয় পর্যটক সহায়তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে, ফলে রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে থাকা পর্যটক আরও দ্রুত পরিষেবা পাবেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করছি। উত্তরবঙ্গের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে

এসে কোনও পর্যটক যাতে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি না ফেরেন, তা নিশ্চিত করতেই এই ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপও চালু হবে এবং সেটিকে রাজ্যের মূল হেল্পলাইন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে পর্যটকদের নিরাপত্তা যেমন বাড়বে, তেমনই উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থাও আরও দৃঢ় হবে। প্রশাসনের আশা, নতুন এই ব্যবস্থা পর্যটকদের জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত ভ্রমণের পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

জুন ২০২৬-এ পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৬ জুলাই ঃ দক্ষ পণ্য পরিবহন কাম-কাজ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী সময়মতো

পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬-এর জুন মাসে পণ্য লোডিং-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই মাসে মোট ০.৯৬৮ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোডিং করেছে এটি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি এবং মাসিক লোডিং লক্ষ্যের ১১০ শতাংশ অর্জন করেছে। ২০২৬-এর জুন মাসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সিমেন্টের লোডিং ৫৩.১ শতাংশ এবং পেট্রোলিয়াম তেল ও লুব্রিকেন্ট (পিওএল)-এর লোডিং ৪১.৭ শতাংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়লা লোডিংয়ের ক্ষেত্রেও ৩৭.৫ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে এর পরেই 'অন্যান্য' ক্যাটাগরি রয়েছে, যেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ৩৬.২ শতাংশ। এছাড়াও, 'অন্যান্য' ক্যাটাগরির অধীনে স্টোন সিপচ পরিবহনের পরিমাণ ২৭৫ শতাংশ -এর বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, যা এই অঞ্চল জুড়ে নির্মাণ-সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর বর্ধিত চলাচলের প্রতিফলন। এছাড়াও, ২০২৬-এর জুন মাস পর্যন্ত মোট পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ২.৯৩১ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বোর্ডের মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০৯ শতাংশ অর্জন করেছে। পণ্য সামগ্রী লোডিং-এর ধারাবাহিক বৃদ্ধি উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সংলগ্ন এলাকায় ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও শিল্পভিত্তিক কাম-কাজকে তুলে ধরে। এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি কেবল আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খল নেটওয়ার্ককেই শক্তিশালী করেনি, বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয়েও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আগামী মাসগুলোতে নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পরিচালনগত দক্ষতা এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন পরিষেবার ওপর গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদে সক্রিয় জাল আধার কার্ড তৈরির চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এই জালিয়াতি চক্রের মূল পাণ্ডাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার অন্তর্গত রসুলপুর পঞ্চায়েতের ঝুলেনপুর গ্রামে। ধৃত যুবককে সোমবারই আদালতে পেশ করা হয়েছে। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঝুলেনপুর গ্রামের একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অবৈধভাবে জাল আধার কার্ড তৈরির একটি কেন্দ্র চালানো হচ্ছিল। বিষয়টি গোপন সূত্রে জানতে পারে নবগ্রাম থানার পুলিশ। এরপর রবিবার রাতে ওই নির্দিষ্ট বাড়িতে অতর্কিতে অভিযান চালায়। অভিযানে ধরা পড়ে যায় জালিয়াতি চক্রের মূল অভিযুক্ত।

ইউনেস্কোর দরজায় কড়া নাড়ছে নেওড়া ভ্যালি, রেড পান্ডার স্বর্গরাজ্যকে 'হেরিটেজ' তকমা দিতে উদ্যোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ জোরালো হয়ে উঠেছে। ২০০৯ সালে প্রথমবার এই প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা নানা কারণে আটকে গিয়েছিল। বিরল প্রজাতির রেড পান্ডা, ক্লাউডেড লেপার্ড, ৩০৮ প্রজাতির পাখি এবং শতাধিক অর্কিড ও ঔষধি উদ্ভিদে সমৃদ্ধ এই চিরহরি অরণ্য। আবারও ১৭ বছর পর নতুন আশা! ইউনেস্কোর দরজায় কড়া নাড়ছে নেওড়া ভ্যালি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর ফের জোরালো হয়ে উঠল নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ। ২০০৯ সালে প্রথম প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা এগোয়নি প্রত্যাশিত ভাবে। তবে এবার নতুন করে আশার আলো দেখছেন বনকর্তারা। যা স্বাভাবিকভাবেই আবার আশার আলো দেখাচ্ছে উত্তরবঙ্গবাসীকে। দীর্ঘদিনের দাবি এবার পূরণ হতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। নেওড়া ভ্যালিতে রয়েছে রেড পান্ডা, ক্লাউডেড লেপার্ড, হিমালয়ান কালো ভাল্লুক, গৌর, হাতি এবং প্যাঙ্গোলিনের মতো বিরল প্রাণী। পাশাপাশি ৩০৮ প্রজাতির পাখি, শতাধিক অর্কিড, ঔষধি উদ্ভিদ এবং নানা প্রজাতির কীটপতঙ্গ এই অরণ্যের সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসুর কথায়, পর্যাপ্ত গবেষণা ও তথ্যের অভাবেই এতদিন এই অরণ্য বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়নি। অন্যদিকে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে মনে করছেন, এবার সঠিক তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরা গেলে স্বীকৃতির সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়বে। গরুমারা বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতীম সেন জানিয়েছেন, ইউনেস্কোর স্বীকৃতি মিললে আন্তর্জাতিক স্তরে সংরক্ষণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা মিলবে। ফলে গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার হবে। বন দফতরের দাবি, গত কয়েক বছরে নেওড়া ভ্যালিতে বাঘ-সহ একাধিক বিরল প্রাণীর উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। সেই সমস্ত তথ্য ও বৈজ্ঞানিক নথি যুক্ত করে খুব শীঘ্রই ইউনেস্কোর কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে। এবার হয়তো বিশ্ব দরবারে এবার জায়গা করে নেবে উত্তরবঙ্গের এই অমূল্য অরণ্য, অন্তত এই ইতিবাচক ভাবনা নিয়েই জোরকদমে কাজ শুরু করেছে বন বিভাগ।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " 1. Urgent Installation of various temporary decorative Electrical works at different location of Serampore- Uttarpara Block, Singur, Haripal and Tarakeswar Block in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeswar, Hooghly and maintaining them till the end of Sraboni Mela, 2026 (i.e. August, 2026)including Fire safety rules etc. as proposed by UD & MA Department under Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. in the district of Hooghly 2. Urgent Electrical Installation work including Air- conditioning at Integrated Control Room, Temporary Hospital, Sewa Sivir and Cultural stage at Baidyapur ground of Tarakeswer in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeswar, Hooghly and operating and maintaining them till the end of Sraboni Mela, 2026 (i.e. August, 2026) maintaining Fire safety rules etc. as proposed by UD & MA Department under Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. in the district of Hooghly

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-75 of 2026-27

Bid submission closing date: **10/07/2026 upto 02.30 P.M.**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN L01132WB1893PLC000742
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইটঃ www.tonganitea.com

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তর ও ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, ১ এ

চাষবাস

আকাশপথে লিচুর জয়যাত্রা, বাগডোগরা কার্গো বিপ্লবে বদলে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের কৃষকের ভাগ্য

উত্তরবঙ্গের রসালো ও সুস্বাদু লিচু এবার শুধু স্থানীয় বাজারেই সীমাবদ্ধ নেই। অত্যাধুনিক কোল্ড-চেইন প্রযুক্তি এবং দ্রুত এয়ার কার্গো পরিষেবার হাত ধরে এই মরশুমি ফল এখন মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদসহ একাধিক মহানগরের ফলপ্রেমীদের টেবিলে উত্তরবঙ্গের টাটকা লিচু পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাগডোগরা বিমানবন্দরের কার্গো শিপমেন্ট ব্যবস্থা। এর ফলে যেমন দেশের বাজারে উত্তরবঙ্গের লিচুর চাহিদা বেড়েছে, তেমনই কৃষকরাও পাচ্ছেন তাঁদের উপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মরশুমে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে মোট ৭৪১.৫২৫ মেট্রিক টন লিচু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। গত মরশুমে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ২৭১.৪ মেট্রিক টন। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে লিচু পরিবহণের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে যে, আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গের ফলচাষে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের অধিকর্তা নাভেদ নাদিম জানিয়েছেন, উন্নত লজিস্টিকস পরিষেবা, কোল্ড-চেইন সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং দ্রুত এয়ার কার্গো পরিষেবার কারণে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকার লিচু চাষিরা। আগে পরিবহণের সীমাবদ্ধতার কারণে চাষিদের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে তুলনামূলক কম দামে ফসল বিক্রি করতে হতো। দূরবর্তী বাজারে লিচু পাঠানোর ঝুঁকি ও ব্যয় বেশি

হওয়ায় জাতীয় বাজারে পৌঁছানোর সুযোগও ছিল সীমিত। ফলে উন্নত মানের ফল উপাদন করেও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত লাভ থেকে বঞ্চিত হতেন তাঁরা। বর্তমানে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বাগান থেকে লিচু সংগ্রহের পর উন্নত কোল্ড-চেইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফলের সতেজতা বজায় রেখে দ্রুত বিমানপথে দেশের বিভিন্ন শহরে পাঠানো হচ্ছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লি বা মুম্বইয়ের পাইকারি বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের লিচু। দ্রুত পরিবহণের ফলে ফলের গুণগত মান, স্বাদ ও সতেজতা অক্ষুণ্ণ থাকছে, যা ক্রেতাদের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় উকৃষ্ট মানের লিচুর চাষ হয়। স্বাদ, রসালো গুণ এবং মানের দিক থেকে এই অঞ্চলের লিচু বহুদিন ধরেই পরিচিত। কিন্তু এতদিন পরিবহণের সমস্যাই ছিল সবচেয়ে ব। বাধা। ট্রেনের মাধ্যমে ফল পাঠানোর সুযোগ থাকলেও লিচুর মতো দ্রুত পচনশীল ফল দীর্ঘ যাত্রাপথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল প্রবল। সেই কারণে অধিকাংশ কৃষক স্থানীয় বাজারের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। এয়ার কার্গো পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে সেই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই দূর হয়েছে। এখন চাষিরা দেশের বৃহত্তর বাজারে তাঁদের উপাদিত ফল বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছেন। জাতীয় বাজারে চাহিদা বাড়ায় কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা কমে যাওয়ায় উৎপাদকরাই সরাসরি উন্নত বাজারমূল্যের সুবিধা পাচ্ছেন। এতে লিচু চাষ আরও লাভজনক হয়ে উঠছে এবং আগামী দিনে এই চাষের পরিধি আরও বা।বে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। শুধু লিচুই নয়, উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে উৎপাদিত আনারসও একই কার্গো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দ্রুত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। ফলে একাধিক কৃষিপণ্য এখন জাতীয় বাজারে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে নতুন গতি এসেছে এবং ফলচাষকে কেন্দ্র করে নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা, উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি এবং দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয় কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। বাগডোগরা বিমানবঃদর এখন শুধু যাত্রী পরিবহণের কেঃদ্র নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য পরিবহণ কেন্দ্র হিসেবেও দ্রুত আত্মপ্রকাশ করছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের কৃষক, ব্যবসায়ী এবং রপ্তানিকারক-সবাই উপকৃত হচ্ছেন। পরিবহণ অবকাঠামোর এই উন্নয়ন ভবিষ্যতে আরও বেশি কৃষিপণ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার পথ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন ফলের ক্ষেত্রে এয়ার কার্গো পরিষেবা এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লিচুর এই আকাশযাত্রা শুধু একটি সফল পরিবহণ ব্যবস্থার গল্প নয়, বরং এটি কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ এবং বাংলার কৃষির নতুন সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।র।

পান্ডুয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা,পান্ডুয়া , ৬ জুলাই ঃ মৃতদেহ কবরস্থ করার আগে কবরস্থানে আলো লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত্যু ঘিরে শোক। তার মধ্যেই নেমে এল আরও এক মৃত্যুর খবর। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে হুগলির পাণ্ডুয়ার সাতঘরিয়া এলাকায়। এক বৃদ্ধার শেষযাত্রার প্রস্তুতির মধ্যেই যুবকের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় সাতঘরিয়ার বছর ৮৫-র এক বৃদ্ধার বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়। সন্ধ্যার নামাজের পর তাঁকে স্থানীয় কবরস্থানে কবরস্থ করার কথা ছিল। সন্ধে হয়ে যাওয়ায় কবরস্থানে আলোর ব্যবস্থা করতে ডাক পড়ে এলাকারই বাসিন্দা বান্টি সিংয়ের। পেশায. তিনি ইলেকট্রিকের কাজ করতেন। কবরস্থানে গিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে হ্যালোজিন লাইট লাগাচ্ছিলেন বান্টি। ঠিক তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। পাঁচিল থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান নিচে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন শেখ জাকির হোসেন। তিনি বলেন, একজন বৃদ্ধা মারা গিয়েছিলেন। কবর খোঁড়া চলছিল। রাত হয়ে যাবে, তাই গ্রামের এক যুবককে ডাকা হয় লাইট লাগানোর জন্য। হঠাৎ দেখি ওই যুবক ছিটকে নিচে পড়ে যায়। তার পড়ে যাওয়ার পর দেখা যায় তারে অসংখ্য ছিদ্র রয়েছে। তখনই তাকে গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলেও খেতে পারেনি।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়িআজ, ০৬ জুলাই ২০২৬, জলপাইগুড়ি জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। জেলা-স্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম, শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় জীবনে অসামান্য অবদান স্মরণ করা হয়।দিনের সূচনায় সকাল ১১টায় জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির-এর আয়োজন করা হয়, যেখানে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করে মানবসেবার এই মহ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন।এরপর দুপুর ১টায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম ও ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরে।দুপুর ৩টায় একই প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর একটি বিশেষ তথ্যচিত্র

প্রদর্শিত হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত, আবৃত্তি, জেলার সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির মনোজ্ঞ পরিবেশনা ইত্যাদি উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক,জলপাইগুড়ি, শ্রী সন্দীপ কুমার ঘোষ, আইএএস, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, জলপাইগুড়ি, শ্রীমতি সুজাতা কুমারী বীণাপাণি, আইপিএস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ),জলপাইগুড়ি, বিধায়ক, ময়নাগুড়ি, শ্রী ডালিম চন্দ্র রায়, বিধায়ক, রাজগঞ্জ, শ্রী দিনেশ সরকার, উপশাসক ও উপসমাহর্তাগণ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক,জলপাইগুড়ি, শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক ভাবনাকে স্মরণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবনাদর্শকে তুলে ধরে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

পুরী-কোরাপুট এক্সপ্রেস কোরাপুট এবং ওড়িশার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে

৬ জুলাই ঃ 'কৃতি কোরাপুট কফি' কেবল একটি উন্নত মানের আঞ্চলিক পণ্যই নয়, বরং এটি উপজাতীয় উদ্যোক্তা-উদ্যোগ, টেকসই কৃষি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সফলতারও প্রতীক। পূর্ব ঘাটের কোরাপুট অঞ্চলে উৎপাদিত এই কফি মূলত ছায়াযুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা 'অ্যারাবিকা' জাতের কফি, যা উপজাতীয় কৃষকরা পরিবেশ-বান্ধব ও টেকসই পদ্ধতিতে চাষ করেন। এর স্বতন্ত্র চকলেট ও বাদামের মতো স্বাদ জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কোরাপুটকে 'স্পেশালিটি কফি'র একটি উদীয়মান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে।এই কফি উৎপাদন একটি জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে এর চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও বিপণন প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার উপজাতীয় কৃষক ও নারী যুক্ত রয়েছেন। এর মাধ্যমে অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি তাঁদের জন্য টেকসই আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। পুরী-কোরাপুট এক্সপ্রেস ট্রেনের চালু হওয়া এই সাফল্যকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, কারণ এটি কোরাপুট এবং ওড়িশার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। উন্নত রেল যোগাযোগ স্থানীয় উপাদকদের জন্য বাজারের সুযোগ বাড়াবে, কোরাপুট কফির মতো প্রক্রিয়াজাত পণ্যের পরিবহন সহজতর করবে, পর্যটনকে উৎসাহিত করবে এবং এই অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রেন এবং কফি-উভয়ই মিলে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক যৌথ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে যেখানে উন্নত অবকাঠামো স্থানীয় উদ্যোগকে শক্তিশালী করে এবং ওড়িশার উপজাতীয় পণ্যগুলোকে বৃহত্তর জাতীয় ও বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেয়।

সারা বছর মিলবে ইলিশ! কাকদ্বীপের গবেষণায় পুকুরেই রুপোলি স্বপ্ন, বিশ্বজোড়া সাফল্যের দোরগোড়ায় বাংলা

বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতিতে ইলিশের স্থান অনন্য। বর্ষার আগমন মানেই বাজারে রুপোলি ইলিশের ভিড়, আর সেই মাছকে ঘিরে বাঙালির উসব যেন নতুন মাত্রা পায়। কিন্তু বছরের বাকি সময় ভালো মানের ইলিশের অভাব সবসময়ই অনুভূত হয়। সেই দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটাতে এক যুগান্তকারী গবেষণায় এগিয়ে চলেছেন কাকদ্বীপের বিজ্ঞানীরা। লক্ষ্য একটাই-পুকুরেই সফলভাবে ইলিশ চাষ, যাতে সারা বছরই এই জনপ্রিয় মাছ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রায় এক দশক ধরে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে কাকদ্বীপের কেঃদ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা (আইসিএআর-সিবা)। ইতিমধ্যেই গবেষণার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে ষষ্ঠ ও শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা। এই ধাপেও সাফল্য মিললে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পুকুরে বাণিজ্যিকভাবে ইলিশ চাষের ইতিহাস গড়তে পারে ভারত, যার কেন্দ্রবিন্দু হবে পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপ। গবেষকদের মতে, ইলিশ এমন একটি মাছ, যার জীবনচক্র অন্য অনেক মাছের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। সাধারণত সমুদ্রে বেড়ে ওঠা ইলিশ ডিম পাড়ার জন্য নদীতে আসে এবং পরে সেই পোনা আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। এই স্বাভাবিক জীবনচক্রকে কৃত্রিম পরিবেশে সফলভাবে পুনর্নির্মাণ করাই গবেষণার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যেই গত ১০ বছর ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রযুক্তি, জলমান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যও মিলেছে। বিজ্ঞানীদের দাবি, ইতিমধ্যেই ৯৮২টি পুকুরে পরীক্ষামূলক

ভাবে ইলিশ প্রতিপালন করা সম্ভব হয়েছে। অর্থা, পুকুরের পরিবেশে ইলিশকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গবেষণা অনেকটাই সফল। তবে চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপের ওপর-ইলিশের ডিম থেকে সুস্থ পোনা উপাদন। এই ধাপ সফল হলেই পুকুরে সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করে ইলিশ চাষের পথ খুলে যাবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণার শেষ পর্যায়কে আরও গতিশীল করতে কাকদ্বীপ গবেষণা কেঃেদ্র চালু হয়েছে অত্যাধুনিক স্যালিনিটি গ্রেডিয়েন্ট রিসার্কুলেটরি অ্যাকুযাকালচার সিস্টেম। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই আধুনিক গবেষণা অবকাঠামোতে নিয়ন্ত্রিতভাবে পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, অক্সিজেনের মাত্রা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত উৎপাদান বজায় রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে ইলিশের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের মতো পরিবেশ তৈরি করে ডিম ফোটানো ও পোনা উৎপাদনের সম্ভাবনা আরও বাড়বে। শনিবার এই অত্যাধুনিক গবেষণা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সু ন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর-সিবার অধিকর্তা ড. কুলদীপ কে. লাল এবং কাকদ্বীপ গবেষণা কেঃেদ্রর প্রধান ড. দেবাশীষ দে। তাঁরা জানান, এই নতুন গবেষণা অবকাঠামো শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের মস্য গবেষণার ক্ষেত্রেই এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গবেষণার শেষ ধাপ সফল হলে দেশের মস্যচাষে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে। বর্তমানে ইলিশের জোগান মূলত প্রাকৃতিক উসের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় বর্ষাকাল ছাড়া বাজারে এর প্রাপ্যতা কমে যায় এবং দামও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। কিন্তু পুকুরে বাণিজ্যিকভাবে ইলিশ চাষ শুরু হলে সারা বছরই বাজারে এই মাছ পাওয়া সম্ভব হবে। এতে যেমন ক্রেতারা উপকৃত হবেন, তেমনই নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হবে মৎস্যচাষিদের জন্য। পাশাপাশি প্রাকৃতিক নদী ও সমুদ্রে ইলিশের ওপর অতিরিক্ত মাছ ধরার চাপও কমবে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই মস্যচাষের ক্ষেত্রেও এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম পরিবেশে ইলিশের সফল প্রজনন ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখাবে। গবেষণার সাফল্য শুধু বাংলার জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জলজ প্রাণী গবেষণার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে। কারণ এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোনও দেশই বাণিজ্যিকভাবে সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করে পুকুরে ইলিশ চাষে সফল হয়নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কাকদ্বীপের গবেষণা কেন্দ্র। যদি শেষ পর্যায়ের পরীক্ষাও সফল হয়, তবে খুব শিগগিরই বর্ষার অপেক্ষা না করেই বছরের যে কোনও সময় বাজারে মিলতে পারে টাটকা ইলিশ। বাঙালির প্রিয় এই রুপোলি মাছ তখন আর শুধু মৌসুমি স্বাদে সীমাবদ্ধ থাকবে ন।

নাম পরিবর্তন

আমার পুত্রের আসল নাম ISHANT SARKAR এবং ডাকনাম ARMAN SARKAR, ইংরাজীর ০২.০৯.২০২৫ তারিখে বোলপুর J.M. 1st class and 2nd court এর SL.NO-5405 নম্বর এফিডেবিট বলে আমার পুত্রের ISHANT SARKAR আসল নাম করা হইল, ISHANT SARKAR এবং ARMAN SARKAR একই ব্যক্তি ।

NAME CHANGE

I, Sekh Sayeed Akhtar (Old Name) resident of Vill-Dafarpur Ghatpara , Po-Dafarpur , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Sayeed Akhtar to Sk Sayeed Akhtar and henceforth I shall be known as Sk Sayeed Akhtar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Sk Sayeed Akhtar & Sekh Sayeed Akhtar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mosammat Nadiya Kalimi (Old Name) W/O–Sk Sayeed Akhtar resident of Vill-Dafarpur Ghatpara , Po-Dafarpur , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Mosammat Nadiya Kalimi to Mst Nadiya Kalimi and henceforth I shall be known as Mst Nadiya Kalimi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Mst Nadiya Kalimi & Mosammat Nadiya Kalimi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Alauddin (Old Name) resident of Vill & Po-Uttar Dariapur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-7 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Alauddin to Md Alauddin and henceforth I shall be known as Md Alauddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Md Alauddin & Mohammad Alauddin both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Merina Bibi (Old Name) W/O–Mohammad Meher Hossain resident of Dantura , Ps-Murarai , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731221 do hereby declared that I have changed my name from Merina Bibi to Merina Khatun and henceforth I shall be known as Merina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Merina Khatun & Merina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Minarul Sekh (Old Name) S/O–Akbar Sekh resident of Vill-Dafarpur Ghatpara , Po-Dafarpur, Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Minarul Sekh to Minarul Sk and henceforth I shall be known as Minarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/06/2026. My name Minarul Sk & Minarul Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Pranab Ghosh (Old Name) S/O–Sushil Ranjan Ghosh resident of Keshab Nagar , Cossimbazar raj , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Pranab Ghosh to Pranab Kumar Ghosh and henceforth I shall be known as Pranab Kumar Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/07/2026. My name Pranab Kumar Ghosh & Pranab Ghosh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Ali Hussain Khan (Old Name) S/O–Esob Ali Khan resident of Narayanpur Khanpara, Amiya Narayanpur, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Ali Hussain Khan to Ali Hossain Khan and henceforth I shall be known as Ali Hossain Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/07/2026 . My name Ali Hossain Khan & Ali Hussain Khan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shubhendu Saha (Old Name) S/O–Ajit Kumar Saha resident of 12 No Guri Mahal Road , Gorabazar , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Shubhendu Saha to Subhendu Saha and henceforth I shall be known as Subhendu Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/06/2026. My name Subhendu Saha & Shubhendu Saha both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Beby Debnath (Old Name) W/O–Ajay Debnath resident of C R Das Road , Santipur , Ranaghat , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Beby Debnath to Baby Debnath and henceforth I shall be known as Baby Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/06/2026. My name Baby Debnath & Beby Debnath both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sovan Paul (Old Name) S/O–Sankar Kumar Paul resident of 2 No Goal Para Lane , Gorabazar , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Sovan Paul to Sovan Kumar Paul and henceforth I shall be known as Sovan Kumar Paul (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/06/2026. My name Sovan Kumar Paul & Sovan Paul both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Rabiya Mondal (Old Name) W/O–Barkat Ali Mandal resident of Narayanpur, Amiya Narayanpur, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Rabiya Mondal to Rabiya Bibi and henceforth I shall be known as Rabiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/07/2026 . My name Rabiya Bibi & Rabiya Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Hashimuddin (Old Name) S/O–Mohammad Golam Mortuja resident of Vill-Dadpur Po-Ramchandrapur , Ps-Murarai , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731219 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Hashimuddin to Md Hashimuddin and henceforth I shall be known as Md Hashimuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Md Hashimuddin & Mohammad Hashimuddin both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sekh Anisur Rahaman (Old Name) S/O– Late Ejabul Hossain resident of Vill-Dafarpur Ghatpara , Po-Dafarpur, Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Anisur Rahaman to Sk Anisur Rahaman and henceforth I shall be known as Sk Anisur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/06/2026. My name Sk Anisur Rahaman & Sekh Anisur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Asif Aktar (Old Name) S/O–Abdul Alim resident of Paikar, Ps-Murarai , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731221 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Asif Aktar to Md Asif Aktar and henceforth I shall be known as Md Asif Aktar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/07/2026. My name Md Asif Aktar & Mohammad Asif Aktar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Madhu Dey (old name) S/o-Late Monoranjan Dey residing at Chhoto Satui, Satui, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742405 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MADHU DEY to MADHUSUDAN DEY and henceforth I shall be known as MADHUSUDAN DEY (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 04/07/2026. MADHU DEY (old name) and MADHUSUDAN DEY (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asraful sk S/O Abdul Rab Residing at Vill & PO Sundipur, PS Berhampore, dist Murshidabad, Pin-742102 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Abdul Rab instead of Asgar Sk vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Berhampore, Murshidabad on 03.07.2026. That Abdul Rab and Asgar Sk both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, ফারহিন খাতুন তৌফিক আহমেদ শেখ ওরফে ফারহিন খাতুন, স্বামী তৌফিক আহমেদ রফিক শেখ ওরফে তৌফিক শেখ, গ্রাম গৌরীপুর কাষ্ঠগোড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০১, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার সন্তানের জন্ম সংসাপত্রে আমার এবং আমার স্বামীর নাম ভুলবশত ফারহিন খাতুন এবং তৌফিক শেখ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, ফারহিন খাতুন, স্বামী তৌফিক শেখ হলেন আমি এবং তৌফিক শেখ হলেন আমার স্বামী তৌফিক আহমেদ রফিক শেখ আমরা দুজনেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এই বিষয়টি কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতের মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ০২.০৭.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামার (হলফনামা নং ২১ / ২২৬) ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

NAME CHANGE

I, SK Golam Mustafa S/O- Sekh Abu Siddique, resident of Polempur Paschim Para, P.O.- Machkhanda, P.S.- Khanda Ghosh, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH GOLAM MUSTAFA vide Affidavit No.-97 dated 30/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Golam Mustafa and Sekh Golam Mustafa both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Supriya Ray W/O- Pabitra Roy, resident of Udaypally, P.O.- Kanchannagar, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SUPRIYA ROY vide Affidavit No.-98 dated 30/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Supriya Ray and Supriya Roy both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jali Biswas (old name) D

নিরাপদ ও দ্রুত ট্রেন চলাচলের জন্য আধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম সহ আপগ্রেড করা হলো পূর্ব রেলের ভগবানগোলা স্টেশন

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ নিরাপত্তা এবং পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির এক বড় পদক্ষেপে, পূর্ব রেল সাফল্যের সাথে শিয়ালদহ ডিভিশনের অধীনে ভগবানগোলা স্টেশনে একটি রেট্রোফিটেড (রেট্রোফিট করা) ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু করেছে। এই প্রকল্পটি ৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বেলা ১১.৫৯ মিনিটে সফলভাবে কার্যকর করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণটি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে, যিনি এই রেল জোনকে দ্রুত প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এবং জিরো- কম্প্রোমাইজ (আপসহীন) নিরাপত্তা মানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনার নির্দেশনায় এই প্রকৌশলগত বিস্ময়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করা হয়েছিল। প্রকল্পটির রেট্রোফিটিং প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করে, এই কাজের মাধ্যমে পুরনো জিই মেকের ইআই সিস্টেম থেকে উন্নত, সর্বাধুনিক সিমেন্স (SIEMENS MK-II) মেকের ইআই সিস্টেমে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটি বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে, যার ফলে নিয়মিত ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিঘ্ন ঘটেছে। এই আপগ্রেডেশনে সিগন্যাল, পয়েন্ট, ট্র্যাক সার্কিট, লোকেশন বক্স এবং ক্যাবল নেটওয়ার্কের মতো বিদ্যমান সমস্ত ফিল্ড গিয়ার বা সরঞ্জামগুলি বজায় রাখা হয়েছে- যেগুলি নতুন সিমেন্স প্ল্যাটফর্মে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করার আগে কন্টিনিউটি (ধারাবাহিকতা), ইনসুলেশন এবং কোর ভেরিফিকেশনের মতো প্যারামিটারগুলির জন্য যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ব্যাপক সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন কাজের অংশ হিসেবে, এই প্রকল্পটি লেভেল ক্রসিং (LC) গেট নম্বর ১৬৫-এর আনুষ্ঠানিক বন্ধ হওয়াকেও চিহ্নিত করেছে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বিদ্যমান ডাউন (DN) গেট স্টপ সিগন্যাল এবং গেট ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন ডাউন ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল স্থাপন করা হয়েছে। ইনডোর বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডেটা প্রিপারেশন, সার্কিট মডিফিকেশন, লজিক কনফিগারেশন, ইনডোর ওয়্যারিং মডিফিকেশন, টার্মিনেশন এবং ফিল্ড সার্কিটের সাথে ইন্টারফেসিং। স্টেশনের এই আপগ্রেড করা সেটআপটি নতুন সিস্টেমের মাধ্যমে মেইন সিগন্যাল ৬ এবং ডামি সিগন্যাল ১ সফলভাবে চালু করেছে। মোট ১৪টি রুট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়েছে, এবং ৩টি পয়েন্ট (যা ৬টি পয়েন্ট মেশিন দ্বারা চালিত) সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত (proved) হয়েছে। বাড়তি নিরাপত্তার জন্য একটি নতুন এফট্রনিক্স মেকের ডেটালগার এবং একটি আধুনিক নটোফায়ার মেকের ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সমস্ত মেইন, শান্ট এবং কলিং-অন সিগন্যাল কঠোর প্যারামিটারের অধীনে পরীক্ষা করা হয়েছে। চূড়ান্ত হস্তান্তরের আগে, মসৃণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অপারেটিং বিভাগের সাথে যৌথ পরীক্ষার পাশাপাশি ব্যাপক সিমুলেশন, করেসপন্ডেন্স টেস্ট এবং ফেইল-সেফ পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সাফল্য প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেনঃ ভগবানগোলার আধুনিক সিমেন্স সিস্টেমটি আপডেটেড ফেইল-সেফ লজিকের মাধ্যমে নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করে এবং পরিচালনগত নমনীয়তা বাড়ায়। এই মসৃণ রেট্রোফিটিং যাত্রীদের ন্যূনতম ভোগান্তি দিয়ে উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

রেললাইনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৬ জুলাই ঃ রেল লাইনের মাঝে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য। সোমবার সকালে কল্যাণী এ ব্লক বাজার এলাকার ঘটনা। ওই এলাকায় কল্যাণী স্টেশন থেকে সীমান্ত যাওয়ার রেল লাইন রয়েছে। সেখানেই ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং কল্যাণী স্নঙঙ্গ তারা দেহ উদ্ধার করে কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, রেল লাইনের মাঝে ওই ব্যক্তির দেহ মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এ ছাড়াও, রেল লাইনের ধারের রাস্তা থেকে একটি স্কুটি উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। স্কুটিতেও রক্তের দাগ লেগেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই ব্যক্তিকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকাবাসীদের দাবি, দুষ্কৃতীরা ওই ব্যক্তিকে অন্য কোনও জায়গায় খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য রেল লাইনে ফেলে যেতে পারে। ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ পরিষ্কার হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
1. Tender notice No:- **(i) 189/SGP/15Th. CFC/TIED/2025-26 Dt:03.07.2026.** (ii) **190/SGP/15Th. CFC/UNTIED/2025-26 Dt:03.07.2026.** Last Date of Bid Submission as on **13/07/26 upto 5 PM**.
Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[ডিইএন/এসপিএল/হাওড়া**-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি /এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। এনআইটি নং ঃ ১৫৯_২০২৬-২৭, তারিখ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে সাঁইথিয়া (০৪), ডানকুনি (০৪) এবং কামারকুণ্ডু (০২) -তে ১০টি যাত্রী লিফ্টের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৭৬,৪৬,১৭৫.৯৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৫২,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ (আট) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। এনআইটি নং ঃ ১৬০_২০২৬-২৭, তারিখ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে আজিমগঞ্জ (০৪), খাগড়াঘাট রোড (০৩),সালার (০১) এবং কাটোয়া (০৪) -তে ১২টি যাত্রী লিফ্টের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৬১,৭২,৮০৮.৪৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,২৩,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ (আট) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। এনআইটি নং ঃ ১৬১_২০২৬-২৭, তারিখ ০২.০৭.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে হাওড়া (০১), ব্যান্ডেল (০১), মেমারী (০২), পাণ্ডুয়া (০২), বৈঁচি (০২), লিলুয়া (০২) এবং নবদ্বীপধাম (০৩) -তে ১৩টি যাত্রী লিফ্টের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৩৩,৭৭,৯৩০.৭৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬,৬৭,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-193/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬২৫, তারিখ ০৩.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৬/২৬-২৭/এসএফ। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে প্রহরাযুক্ত নন-ইন্টারলকড এলসি গেট - লক্ষ্মীকান্তপুর -নিশ্চিদাপুর শাখার ৩১ই এবং বনগাঁ - পেট্রাপোল শাখার ৫৭ই -র উন্নয়ন ও ইন্টারলকিং করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৪,০৬,০৬৭.০৪ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ৩,২৮,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৭.২০২৬। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** এই টেন্ডারের কাজের জন্য সমতুল ধরনের কাজ বলতে' প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং ধরনের যে কোনো কাজকে বোঝাবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেটি স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-117/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জলপাইগুড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ এদিন ০৬ জুলাই ২০২৬, জলপাইগুড়ি জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ- উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। জেলা-স্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম, শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় জীবনে অসামান্য অবদান স্মরণ করা হয়। দিনের সূচনায় সকাল ১১ টায় জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (CMOH) কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির-এর আয়োজন করা হয়, যেখানে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করে মানবসেবার এই মহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। এরপর দুপুর ১টায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম ও ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরে। দুপুর ৩ টায় একই প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর একটি বিশেষ তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত, আবৃত্তি, জেলার সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির মনোজ্ঞ পরিবেশনা ইত্যাদি উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি, সন্দীপ কুমার ঘোষ, আইএএস, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, জলপাইগুড়ি, শ্রীমতি সুজাতা কুমারী বীণাপাণি, আইপিএস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ),জলপাইগুড়ি, বিধায়ক, ময়নাগুড়ি, ডালিম চন্দ্র রায়, বিধায়ক, রাজগঞ্জ, দিনেশ সরকার, উপশাসক ও উপসমাহর্তাগণ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি, স্বরূপ বিশ্বাস, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃঃদ, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক ভাবনাকে স্মরণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবনাদর্শকে তুলে ধরে এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার মুর্শিদাবাদে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী, তৎপরতা তুঙ্গে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নিজের পূর্ব ঘোষণা মতোই আগামী ১০ জুলাই প্রথমবারের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে আসতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করা ছাড়াও দলের নেতা-কর্মীদেরকে নিয়ে পৃথক একটি বৈঠক করবেন এবং রেজিনগর এলাকায় একটি রাজনৈতিক জনসভা করবেন। হুমায়ুন কবীরের একটি বিতর্কিত ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একদিকে যেমন নওদার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ককে 'কড়া ভাষা'য় সাবধান করে দিয়েছিলেন অন্যদিকে তিনি সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে আসতে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপির এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফরসূচি সোমবার দুপুর পর্যন্ত চূড়ান্ত না হলেও প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানা গেছে ১০ তারিখ তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে আসবেন। সেদিন রেজিনগরে একটি রাজনৈতিক জনসভা করা ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদেরকে নিয়ে পৃথক একটি বৈঠক করবেন। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজেপির তিনটি সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদেরকে নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর পৃথক একটি বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ বরাবরই ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এই জেলা কৃষি শিল্প এবং সীমান্তবর্তী সংবেদনশীলতার জন্য পরিচিত। ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে এই জেলার বিভিন্ন স্তরে অর্থিক দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং আইন- শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দু'মাসের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর মুর্শিদাবাদ জেলা সফর নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছেন জেলার অসংখ্য মানুষ। জেলার মানুষ আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রীর সফরে রাজ্য সরকার একাধিক নতুন প্রকল্প যেমন চালু করতে পারে, তেমনি পুরনো প্রকল্পগুলো কাজে গতি পাবে। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি আগামী ১০ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে আসছেন। সেদিন তিনি বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করার পাশাপাশি রেজিনগর এলাকায় একটি রাজনৈতিক জনসভা করতে পারেন। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে এসে এই জেলার সার্বিক বিকাশের জন্য একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করতে পারেন। এর পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষায় মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-কে বেশ কিছু জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও ঘোষণা থাকতে পারেন। গৌরীশঙ্কর ঘোষ আরও বলেন, এবছরের রাজ্য বাজেটে জঙ্গিপুর মহকুমায় একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কথা ঘোষণা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকে আরও একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির ঘোষণা হতে পারে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা লন্ডন মিশন হাসপাতাল নতুন করে চালু করার ঘোষণাও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা-পদ্মা নদীর ভাঙন প্রতিরোধ এবং সেখানকার মানুষের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বড় কোনও চমক থাকতে পারে বলে আমরা আশাবাদী।

চালু কিউআর কোডে ওপিডি নিবন্ধন, রোগীদের ভোগান্তি কমাতে ডিজিটাল উদ্যোগ

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৬ জুলাই ঃ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও দ্রুত, সহজ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চালু হল কিউআর (QR) কোড স্ক্যানের মাধ্যমে ওপিডি (OPD) নিবন্ধনের নতুন ব্যবস্থা। সোমবার হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশা, এই উদ্যোগের ফলে রোগীদের অযথা অপেক্ষা ও ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল শুধু নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের মানুষের জন্যই নয়, পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছেও চিকিৎসার অন্যতম নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রোগী চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে আসেন। ফলে ওপিডি নিবন্ধনের কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন ও অতিরিক্ত ভিড় নিত্যদিনের ছবি। সেই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে রোগীদের আরও দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই চালু হয়েছে এই কিউআর কোডভিত্তিক ডিজিটাল নিবন্ধন ব্যবস্থা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি পুরুষ ও মহিলা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কিউআর কোড মোবাইল ফোনে স্ক্যান করেই বাড়ি থেকে কিংবা হাসপাতাল চত্বরে সহজে ওপিডি নিবন্ধন করা যাবে। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কমবে এবং চিকিৎসকের কাছে পৌঁছনোর প্রক্রিয়াও আরও দ্রুত হবে। তবে এই পরিষেবার সুবিধা নিতে রোগীর সঙ্গে আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। নিবন্ধনের সময় কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে হাসপাতালের রোগী সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা যাবে। সেখানে কর্মরত রোগী সহায়ক ও সহায়িকারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সোমবার পরিষেবার উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই সরকারি হাসপাতালগুলিতে ধাপে ধাপে ডিজিটাল পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। কিউআর কোডের মাধ্যমে ওপিডি নিবন্ধনের এই উদ্যোগ বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। পাশাপাশি প্রতিদিনের বিপুল রোগীর চাপ সামাল দিতেও হাসপাতালের পরিষেবা আরও গতিশীল হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে, নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল নদীয়া ও পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার হাজার হাজার মানুষ এই নতুন ব্যবস্থার সুফল পাবেন। রোগীদের সময় বাঁচানোর পাশাপাশি হাসপাতালের পরিষেবাকেও আরও স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক করে তুলতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রশাসনের।

পটাশপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসানঃ চালু হলো নতুন দুটি সরকারি বাস পরিষেবা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ জুলাই ঃ পটাশপুরবাসীর জন্য দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে অবশেষে চালু হলো নতুন সরকারি বাস পরিষেবা। পটাশপুরের বিধায়ক তপন মাইতির বিশেষ উদ্যোগে ও ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় এই পরিষেবা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার

বিদায় ব্রাজিল

হালান্ডের জোড়া গোলে শেষ আটে নরওয়ে

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ৬ জুলাইঃ একদিকে ৩৮ বছরের অপেক্ষা যেমন ভাঙল না, তেমনই বিশ্বকাপের নকআউটে ইউরোপের বিরুদ্ধে জয়ের খরাও অব্যহত। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফুটবলে নরওয়েকে প্রথমবার হারানোর স্বপ্নও অপূর্ণ রইল ব্রাজিলের। নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর ম্যাচে আর্লিং হালান্ডের দ্বিতীয়ার্ধের জোড়া গোলে ২-১ ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। দুর্দান্ত ডিফেন্স, শৃঙ্খলিত ফুটবল আর নিখুঁত পরিকল্পনায় শেষ আটে জায়গা করে নিল নরওয়ে। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই বল জালে জড়িয়েছিল নরওয়ে। আলেকজান্ডার সরলথের পাস থেকে প্যাট্রিক বার্গ গোল করলেও সহকারী রেফারি সঙ্গে সঙ্গে অফসাইডের পতাকা তোলেন। ভিএআরেও সেই সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। এরপর আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় ব্রাজিল। ১২ মিনিটে মাতেউস কুনহাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করা হলেও প্রথমে পেনাল্টি দেননি রেফারি। ভিএআরের নির্দেশে সিদ্ধান্ত বদল। সুযোগ দুর্দান্ত। কিন্তু তা দুর্বল পেনাল্টিতে নষ্ট করেন ব্রুনো গিমারায়েস। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্দান্ত সেভ নরওয়ের গোলরক্ষক অরইয়ান নিল্যান্ডের। প্রথমার্ধে ভিনি জুনিয়র, কুনহা, ব্রাজিলের একাধিক আক্রমণ এই আগ্রাসী কিপারের দস্তানায় বন্দি। অন্যদিকে পাল্টা আক্রমণে হালান্ড, মার্টিন ওডেগার্ড ও আন্তোনিও নুসাও ব্রাজিল রক্ষণকে বারবার চাপে ফেলেন। আলিসনও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে ম্যাচে রাখেন। বিরতির পর নরওয়ের দুই উইংয়ে বদল। আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপ ও অস্কার বব মাঠে নামতেই আক্রমণে গতি বাড়ে। তবে সবচেয়ে বড় সুযোগ পেয়েছিল ব্রাজিলই। ৫৮ মিনিটে ভিনি জুনিয়রের অসাধারণ থ্রু পাসে একেবারে ফাঁকা অবস্থায় বল পান বদলি এনড্রিক। গোলরক্ষককে একা পেয়েও শট বাইরে মারেন তিনি। সরকারি সম্প্রচারে ধারাভাষ্যকার অ্যালান স্মিথের যথার্থ মন্তব্য, ''ওটা গোল হলে ভিনির অ্যাসিস্টই টুর্নামেন্টের সেরা অ্যাসিস্ট হতে পারত।'' বিপর্যয়ের আগাম গন্ধ পেয়েই ৬৮ মিনিটে শেষ ভরসা হিসেবে নেইমারকে নামান অ্যান্সেলোত্তি। সঙ্গে দানিলো সান্তোস। কিন্তু তাতেও আক্রমণের ধার ফেরেনি। ৬৭ মিনিটেই গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল নরওয়ে। শেলদেরুপের নিখুঁত পাসে হালান্ড অল্পের জন্য ছুঁতে ব্যর্থ। কিন্তু ৮০ মিনিটে আর ভুল হয়নি। বাঁ-দিক থেকে শেলদেরুপের মাপা ক্রসে গ্যাব্রিয়েলকে বিট করে দুরন্ত হেড হালান্ডের। আলিসনের কোনও সুযোগই ছিল না। ১-০ এগিয়ে যায় নরওয়ে। এই গোলের সুবাদে নতুন একটি নজিরও গড়েন হালান্ড। ১৯৯৮ সালের পর প্রথম ইউরোপীয় ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের প্রথম চারটি ম্যাচেই গোল করলেন তিনি। একবিংশ শতাব্দীতে এই কীর্তি আর কারও নেই! গোল খাওয়ার পর মরিয়া হয়ে ওঠে ব্রাজিল। ব্রুনো গিমারায়েসকে তুলে এডেরসনকে নামান অ্যান্সেলোত্তি। নেইমার একাধিকবার ড্রিবলের সুবাদে জায়গা তৈরির চেষ্টা করেন। কাসেমিরোর দূরপাল্লার শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৮৬ মিনিটে প্রায় আত্মঘাতী গোল করে বসেছিলেন ক্রিস্টোফার আজের। কিন্তু ফের পরিত্রাতা নিল্যান্ড! অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্সে বল ক্রসবারে ঠেলে বিপদ সামলান। সেটিই কার্যত ব্রাজিলের অন্যতম শেষ বড় সুযোগ। কফিন প্রস্তুতই ছিল। শেষ পেরেকটি মারেন হালান্ড। বক্সের বাইরে বল রিসিভ করে জোরালো শট। গোলকিপার বিট হন সহজেই। যোগ করা সময়ে কাসেমিরোর মুখে কনুই লাগায় নরওয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। ৯০৯ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করেন নেইমার। নিল্যান্ড উল্টো দিকে ঝাঁপ দেওয়ায় সহজেই বল জালে জড়ান তিনি। কিন্তু এরপর আর সমতা ফেরানোর মতো সময় পায়নি ব্রাজিল। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত, ১৯৯০ সালের পর আবারও শেষ ষোলো থেকেই বিদায় ব্রাজিলের। অন্যদিকে, দুর্দান্ত গোলকিপিং, শৃঙ্খলাবদ্ধ রক্ষণ এবং হালান্ডের জোড়া গোলে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার শেষ আটে জায়গা জুটল নরওয়ের। প্রতিপক্ষ হয় মেক্সিকো নয় ইংল্যান্ড। চূড়ান্ত হবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৬ জুলাইঃ অস্ট্রেলিয়া এবং বিশ্বকাপ- শব্দদুটো যেন ক্রিকেটবিশ্বে সমার্থক। আরও একবার সেটার প্রমাণ মিলল রবিবার। লর্ডসে আয়োজিত ফাইনালে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলো অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল। একপেশে ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিল তারা। এই নিয়ে সপ্তমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। এখনও পর্যন্ত মোট ১০বার আয়োজিত হয়েছে মেয়েদের কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ। তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া খেলেছে আটটি ফাইনাল এবং জিতেছে সাতটি। একমাত্র ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল তাদের। রবিবার আরও একবার এই ফর্ম্যাটে নিজেদের আধিপত্যের প্রমাণ দিল অজিরা। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক সোফি মলিনো। তবে অজিদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে সেভাবে দাপট দেখাতে পারেননি ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা। দুই ওপেনার দ্রুত ফিরলেও লড়াই চালান ক্যাপ্টেন ন্যাট-শিভার ব্রান্ট। ৫৩ বলে ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ছয়ে নেমে ফ্রেয়া ক্যাম্প নট আউট থাকেন ২৮ বলে ৪৪ রানে। তবে বাকি ব্যাটারদের থেকে সাহায্য পাননি তাঁরা। ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫০ তোলে ইংল্যান্ড। ১৫১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই আউট হন তারকা ওপেনার জর্জিয়া ভল। তবে চাপে পড়েনি অস্ট্রেলিয়া। বেথ মুনি ও ফিব লিচফিল্ড ১০০ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়ে ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। অল্পের জন্য হাফসেঞ্চুরি মিস করেন লিচফিল্ড। ৩৫ বলে ৪৮ করেন। তবে দারুণ ব্যাটিং করেন মুনি। ৪৯ বলে ৬৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। শেষে ১৭.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়ার। ম্যাচের সেরা হন মুনি। কেরিয়ারে এই নিয়ে নবমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অর্ধশতরানের গণ্ডি পার করলেন তিনি। আরও একবার অস্ট্রেলিয়া প্রমাণ দিল তাদের 'চ্যাম্পিয়ন মেন্টালিটি'র।

'২৩ বছর ধরে আমায় মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে!'

সংবাদ সংস্থা, টেক্সাস, ৬ জুলাইঃ বয়স ৪১ ছুঁয়েছে। শরীর আগের মতো সব সময় সঙ্গ দেয় না। কিন্তু স্পেনের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর মহারণে নামার আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মেজাজটা সেই পুরনো দিনের মতোই চড়া। প্রমাণ মিলল টেক্সাসের প্রেস মিটে। ডালাসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো বোমা ফাটালেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সাংবাদিক বৈঠকে ধেয়ে আসা একের পর এক তিরের জবাব দিলেন নিজস্ব মেজাজে, একটু শ্লেষ আর অনেকটা ক্ষোভ মিশিয়ে। সমালোচকদের একহাত নিয়ে সিআর সেভেনের সোজাসাপটা তোপ, ''আপনারা গত ২৩ বছর ধরে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন! কিন্তু এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, যে এসব করে কোনও লাভ নেই। এটা স্রেফ সময়ের অপচয়। তবুও আপনারা বারবার একই চেষ্টা চালিয়ে যান!'' নিজের পড়তি ফর্ম নিয়ে লুকোছাপা না করেই সিআরসেভেনের স্বীকারোক্তি, আগের সেই ধার হয়তো আর নেই। তবু সমালোচকদের মুখে ঝামা ঘষে তাঁর সংযোজন, ''আমি আগের মতো নেই ঠিকই, তবে খুব

একটা খারাপও খেলছি না!'' চলতি বিশ্বকাপে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল এবং ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সফল স্পটকিকের প্রসঙ্গ টেনে সমালোচকদের কার্যত চুপ করিয়ে দিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। রোনাল্ডো কবে বুটজোড়া তুলে রাখবেন, এই প্রশ্ন এখন গোটা ফুটবলবিশ্বের সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। কিন্তু একই ঘ্যানঘ্যানানিতে রীতিমতো তিতিবিরক্ত পর্তুগাল অধিনায়ক। সাংবাদিকদের কার্যত তুলোধোনা করে তিনি সাফ বলে দেন, ''আমি যখন চাইব, ঠিক তখনই থামব। আপনারা চাইলে আমি অবসর নেব না। বারবার একই প্রশ্ন করাটা স্রেফ সময়ের অপচয়। এই নিয়ে আর আলোচনা বাড়াতে নারাজ!''

নিষ্ঠুর চিত্রনাট্য, যন্ত্রণার বিদায়বেলা!

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টেনে অবসর নেইমারের

নিজস্ব প্রতিবেদন

শেষ হলো এক বর্ণময় অধ্যায়। ২০২৬ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিদায় নিল ব্রাজিল। আর এই হৃদয়বিদারক হারের পরেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন নেইমার। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই মরণবাঁচন ম্যাচে আর্লিং হালান্ডের শেষ মুহূর্তের জোড়া গোলে স্তব্ধ সেলেকাও শিবির। ঠিক তখনই, স্টপেজ টাইমে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমান ৩৪ বছর বয়সি এই তারকা ফরোয়ার্ড। কিন্তু সেই গোল শুধুই সান্ত্বনা। ম্যাচ হারে ব্রাজিল। বিদায় নেয় বিশ্বকাপ থেকে। ১৬ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দাঁড়ি টেনে রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নেইমার জুনিয়র। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবসাদ আর হতাশা যেন মিলেমিশে একাকার। চলতি টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই চোটের সঙ্গে একপ্রকার অমানবিক লড়াই চলেছে। গ্রুপ পর্বের শুরুর দিকের ম্যাচগুলোতে মাঠের বাইরেই কাটাতে হয়।

পরবর্তীতে ফিট হয়ে উঠলেও, স্কটল্যান্ড এবং নরওয়ে ম্যাচে কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি তাঁকে ব্যবহার করেন নিছকই পরিবর্ত হিসেবে। একরাশ হতাশা নিয়ে ম্যাচ শেষে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, ''আমি বারবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এবার সব শেষ। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই আজ শেষ করলাম!'' চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নকআউটের প্রথম বাধাতেই মুখ থুবড়ে পড়ল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। অ্যান্সেলোত্তির প্রাগম্যাটিক ফুটবলের ছকও হালান্ডের ক্ষিপ্রতা ও চতুরতার সামনে শেষমেশ খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। বিশ্বকাপ অধরা থাকলেও, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নেইমারের পরিসংখ্যান রীতিমতো চোখধাঁধানো। ২০১০ সালে অভিষেকের পর থেকে দেশের জার্সিতে ১২৯ ম্যাচে ৮০টি গোল, যা ব্রাজিলের ফুটবলের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ। টানা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেলেকাওদের আক্রমণের প্রধান মুখ তিনিই। ২০১৩ সালে ফিফা কনফেডারেশনস কাপ জয় থেকে শুরু করে, ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক্সে রুপো এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালে ঘরের মাঠে রিও অলিম্পিক্সে দেশকে বহুকাঙ্ক্ষিত সোনা এনে দেওয়া-সবই তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি। চারটি বিশ্বকাপে দেশের প্রত্যাশার বিপুল ভার একার কাঁধে বয়েছেন। চোট-আঘাত বারবার বড় টুর্নামেন্টে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও, নেইমারের পায়ের জাদুতে বুঁদ গোটা ফুটবলবিশ্ব। কেরিয়ার যতই জমকালো হোক, বিদায়বেলাটা বড্ড যন্ত্রণার। চোট সারিয়ে বিশ্বকাপের দলে ফেরা, মাঠে নামা এবং প্রথম নকআউটেই এমন মর্মান্তিক বিদায়-সবটাই যেন এক নিষ্ঠুর চিত্রনাট্য। রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠের মধ্যেই নিশ্চল কিংবদন্তি। আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। সতীর্থরা এসে সান্ত্বনা দেন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্রাজিলের স্বপ্ন ফেরি করা এই জাদুকরকে। দেশের জার্সিতে তাঁর শেষ টাচ হয়ে থাকল একটি ঠান্ডা মাথার নিখুঁত পেনাল্টি। আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেও, ব্রাজিলের ফুটবলের রেকর্ড বুকে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে নেইমার বিরাট অনুপ্রেরণা হয়ে রয়ে যাবেন।

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে মেক্সিকোর উৎসব থামিয়ে শেষ আটে ১০ জনের ইংল্যান্ড

৮৭ হাজারের বেশি দর্শকে ঠাসা গ্যালারি। স্টেডিয়াম নয়, আদতে এটি মেক্সিকোর দুর্গ। সেখানেই মঞ্চস্থ হলো ধ্রুপদি এক বিশ্বকাপ লড়াইয়ের। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, পাঁচ গোল, দুই পেনাল্টি, এক লাল কার্ডসহ ঘটনাবহুল ম্যাচে শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই হলো হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত গ্যালারির গর্জন থামিয়ে আয়োজকদের স্তব্ধ করে দারুণ জয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড।

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো সিটি, ৬ জুলাইঃ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে মেক্সিকোকে ৩-২ গোলে হারাল ইংল্যান্ড। ঐতিহাসিক এই অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে ৯০ ম্যাচে মেক্সিকোর মাত্র তৃতীয় হার এটি। ম্যাচের প্রথম ৩৫ মিনিটে মেক্সিকোর দাপট বেশি থাকলেও পরের দুই মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করে জুড বেলিংহ্যাম এগিয়ে দেন ইংলিশদের। একটু পরই হুলিয়ান কিনোনেসের গোলে ব্যবধান কমায় মেক্সিকো। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টিতে গোল করেন হ্যারি কেইন, পেনাল্টিতেই একটি ফিরিয়ে দেন রাউল হিমেনেস। ৫৪তম মিনিটে সরাসরি লল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইংলিশ ডিফেন্ডার জ্যারেল কুয়ান্সা। নির্ধারিত সময় ও যোগ করা সময় মিলিয়ে বাকি ৪৮ মিনিটে ১০ জন নিয়ে খেলেও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে টমাস টুখেলের দল। শেষ সময়ে প্রবল চাপের মুখেও দারুণ মানসিক শক্তির ছাপ রাখে ইংলিশরা। বৈরি আবহাওয়ার কারণে মেক্সিকো সিটিতে ম্যাচটি শুরু হয় এক ঘণ্টা দেরিতে। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই লুইস রোমোকে বাজে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ডেক্লান রাইস। এরপর অনুমিতভাবেই অবিরাম চাপ তৈরি করতে থাকে মেক্সিকো। ইংলিশরা যখনই বল পায়, তখনই গ্যালারি থেকে ভেসে আসে কটাক্ষের সুর, মাঠেও তাদের কোণঠাসা করে ফেলেন মেক্সিকানরা। পঞ্চদশ মিনিটে গোলের সুবাস পেয়েও হারায় মেক্সিকো। রবের্তো আভারাদোর দুর্দান্ত ক্রসে প্রায় শুয়ে পড়ে চোখধাঁধানো এক হেড করেন হিমেনেস। কিন্তু ততটাই দর্শনীয়ভাবে ঝাঁপিয়ে এক হাতে বল বাইরে পাঠান ইংলিশ গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড। সেখান থেকে পরপর দুটি কর্নার পায় মেক্সিকো। তবে তাদের চাপ সামলে গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। গোলে প্রথম শট নেয় তারা ২৬তম মিনিটে। বাঁদিক দিয়ে দারুণভাবে ঢুকে শট নেন অ্যান্থনি গর্ডন। তবে মেক্সিকোর গোলকিপার রাউল রাহনেল ধরে ফেলেন সহজেই। পরের মিনিট দশেক খেলা ছিল একটু নিস্তরঙ্গ। এরপর হুট করেই যেন ফুটে ওঠে টগবগ করে। ৩৭তম মিনিটে গুলির বেগের পাল্টা আক্রমণে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। গোলকিপার পিকফোর্ড বল ধরে দ্রুত বাড়ান রাইসের দিকে। তিনি চোখের পলকে বল নিয়ে ওপরে ওঠে বক্সের কাছে দেন সাকার দিকে। সেখানে হেসুস গাইয়ার্দোকে এড়িয়ে বক্সের

মাঝামাঝি চমৎকার ক্রস করেন সাকা। ছুটে এসে নিচু হয়ে নিখুঁত ডাইভিং হেডে বল জালে জড়ান বেলিংহ্যাম। বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবার এই মাঠে পিছিয়ে পড়ে মেক্সিকো। এবারের বিশ্বকাপেও প্রথমবার বল ঢোকে তাদের জালে। পরের মিনিটেই মাঝমাঠে হিলবার্তো মোরার কাছ থেকে বল কেড়ে দ্রুত আক্রমণে ওঠে ইংলিশরা। বেলিংহ্যাম বল ধরে এগিয়ে হ্যারি কেইনের কাছে দেন। বক্সের ডান পাশ থেকে কেন আবার বাড়ান মাঝে। জটলার মধ্যে স্লাইড করে বলে পা ছুঁইয়ে দ্বিতীয়বার উল্লাসে মেতে ওঠেন বেলিংহ্যাম। হতভম্ব মেক্সিকো দ্রুতই জেগে উঠে জবাব দেয়। ৪২তম মিনিটে প্রায় ৪০ মিটার দূর থেকে আভারাদোর ফ্রি কিকে বক্সের ভেতর জটলার মধ্যে এজ্রি কন্সার পায়ে লেগে বল আসে একটু পেছনে। সেখানে ফাঁকায় অপেক্ষায় ছিলেন কিনোনেস। ঠাণ্ডা মাথায় ভলিতে পিকপোর্ডকে পরাস্ত করেন এই ফরোয়ার্ড। গ্যালারি উত্তাল হয়ে ওঠে সেই গোলে। যোগ করা সময়ে তিন দফা গোলের সম্ভাবনা জায়গায় তারা। হিমেনসের বাম পায়ের শট সামান্য একটুর জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। পরের মিনিটে তার হেড দারুণ রিফ্লেক্সে ফিস্ট করে ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেন পিকফোর্ড। একটু পর কর্নার থেকে জটলা পেরিয়ে গোলের একদম মুখে বল পেয়ে যান সেসার মন্তেস। তিনি বল জালে পাঠানোর মুহূর্তে অবিশ্বাস্যভাবে আচমকা পা বাড়িয়ে বল বাইরে পাঠান বেলিংহ্যাম। গোল করার চেয়েও কোনো অংশে কম ছিল না সেই গোল রক্ষা করা। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম সম্ভাবনা জাগায় ইংল্যান্ড। ৪৯তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নিকো ও'রাইলির গড়ানো শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। একটু পর ইংল্যান্ডের সেই বড় ধাক্কা। গাইয়ার্দোকে অযথাই বাজে ট্যাকল করেন কুয়ান্সা। রেফারি শুরুতে তা খেয়াল করেননি। সেই ফাউলের সূত্রে দুই দলের ডাগআউটে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একটু পর ভিএআর দেখে কুয়ান্সাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। তবে তাতে টালমাটাল না হয়ে লড়ে যায় ইংলিশরা। মিনিট চারেক পরই মেলে পেনাল্টি। দ্রুতগতিতে বক্সে ঢুকে পড়া গর্ডনকে থামাতে গিয়ে ফেলে দেন গোলকিপার রাহনেল। পরে কেনের পেনাল্টি শটে ঠিক দিকে ডাইভ দিলেও ঠেকাতে পারেননি মেক্সিকোর গোলকিপার। বুলেট গতির নিখুঁত শট আশ্রয় নেয় জালে। চলতি মরসুমে ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে কেনের ৭৩তম গোল সেটি। ছয় মিনিট পর কেনের ফাউলেই ভিএআর দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। বুদ্ধিদীপ্ত শটে ব্যবধান কমান হিমেনেস। গ্যালারির তুমুল হুল্লোড়ের সঙ্গে মাঠেও উত্তেজনা ছড়ায়। হলুদ কার্ড দেখেন ও'রাইলি ও সানচেজ। দ্বিতীয়ার্ধের হাইড্রেশন ব্রেকের পর জেড স্পেন্স ও ডান বার্নকে নামিয়ে রক্ষণে মনোযোগী হয় ইংল্যান্ড। মেক্সিকো চেষ্টা করে যেতে থাকে। ৮১তম মিনিটে ফাঁকায় থেকেও হেড ঠিকমতো নিতে পারেনি আলভারেস। সান্তিয়াগো হিমেনেসের ভলি চলে যায় বাইরে দিয়ে। ৮৮তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে আলভারো ফিদালগোর শট সহজেই ধরে নেন পিকফোর্ড। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা হয় ১১ মিনিট। খেলা চলে ১২ মিনিটের বেশি। আক্রমণের পর আক্রমণ করে মেক্সিকো। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা প্রতিহত হয় ইংলিশদের রক্ষণ দেয়ালে। এবারের বিশ্বকাপে মেক্সিকোতে শেষ ম্যাচ ছিল এটিই। সেই ম্যাচে ঘরের দলের বিদায়ে দেশজুড়ে উন্মাদনাও যাবে থেমে। ম্যাচের পর চোখের জল ঝরিয়ে দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ফুটবলাররা। ইংলিশদের উল্লাসও ছিল অনুমিতই। কোয়ার্টার-ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ব্রাজিলকে বিদায় করে দেওয়া নরওয়ে।

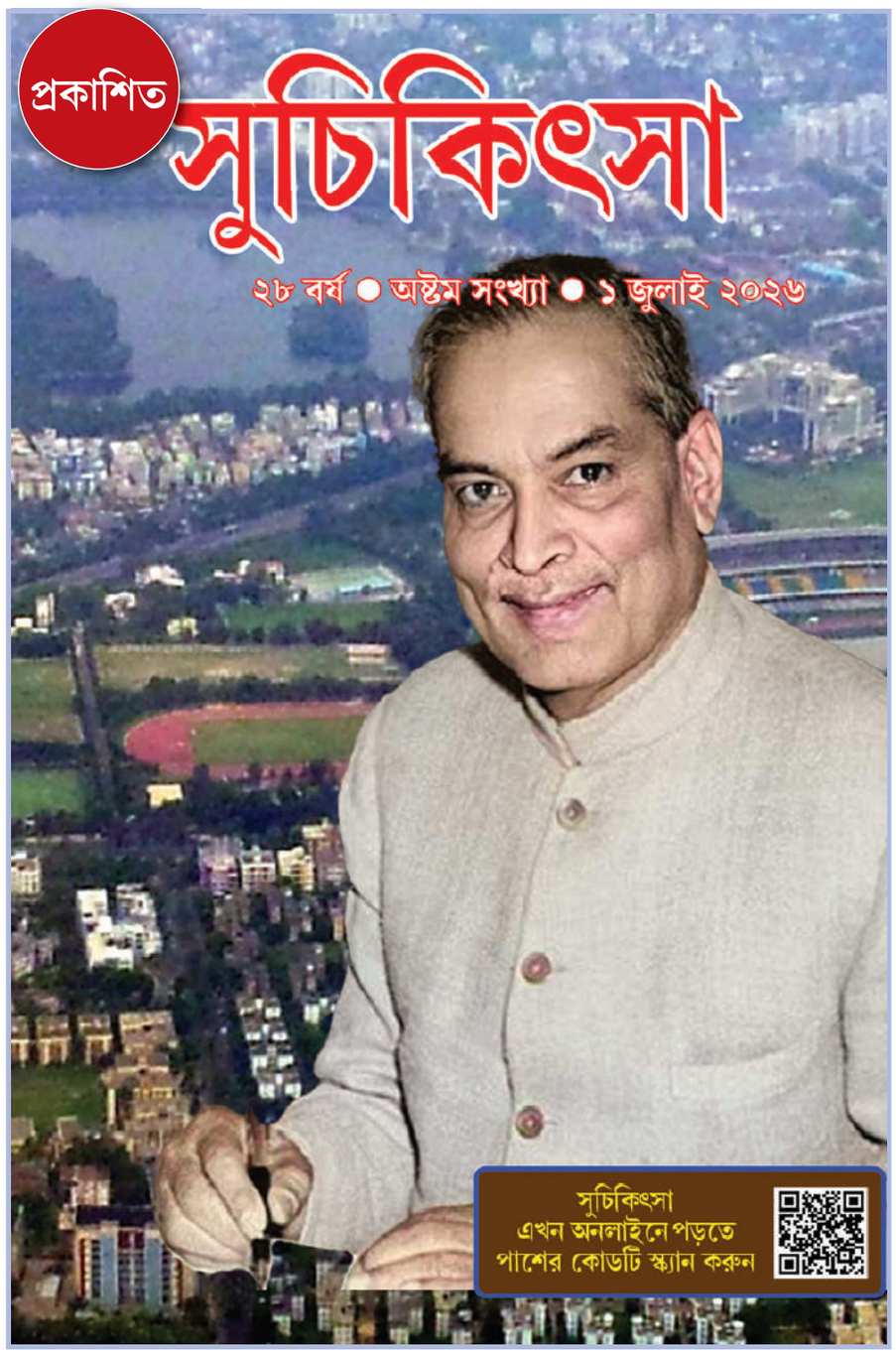

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com